মেঘমুক্তি

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ডি, এম, লাইব্রেরী
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকে

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

রঙ্‌মহলে
প্রথমাবস্ত
১৩ই জুলাই, ১৯৩৮

প্রথম সংস্কবণ—৫০০
দ্বিতীয় সংস্করণ—৫০০
তৃতীয় সংস্করণ—১০০০
(২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৩)

কলিকাতা
২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
শক্তি প্রেস
হইতে
শ্রীঅজিতকুমার বসু বি
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর মল্লিক

—বন্ধুবরেষু।

প্রিয় বন্ধু,—

একদা এক শুভ-প্রভাতে তোমাতে আমাতে দেখা। অজস্র প্রার্থীর মাঝখান থেকে আমাকেই তুমি খুঁজে নিয়ে নাট্যকারের সিংহাসনে বসালে। সে আমার দুরূহ সৌভাগ্য। আমার জন্য কী পরিশ্রম আর ত্যাগ স্বীকার ক'রে তুমি এনে দিলে মান, সম্মান, খ্যাতি আর প্রতিপত্তি আমার জীবনে,—অসাধ্য সাধনের সেই অলক্ষ্য-ইতিহাস আর কেউ না জানুক, আমি জানি। তার জন্য তোমার প্রতি আমার অনুরাগ আর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। 'মেঘমুক্তি' তোমারই— একে তুমিই নাও! তুমি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছো, 'মেঘমুক্তি' হোক্ আমাদের সেই বন্ধুত্বের রাখীবন্ধন।

সখ্য-গর্ব্বিত
বিধায়ক

নেপথ্য-কথা

অনেকদিন আগের কথা, শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটের সৌখীন অভিনয়ের জন্য এই নাটকখানি যখন আমি রচনা করি, তখন সেখানে নিজেদের লেখা নাটক (যা ছাপা হয়নি বা সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়নি) অভিনয় করা একটা রীতিমত দুঃসাহসিক ও অসম্ভব কাজ বলে গণ্য ছিল। এই অসম্ভব প্রস্তাবটী কমিটিতে উত্থাপন করবে কে— তা' নিয়ে জল্পনা কল্পনার আর সীমা রইলোনা। কোন এক বিশিষ্ট কমিটি-মেম্বার বন্ধুবর সুকোমল কান্তি ঘোষের অনুরোধের উত্তরে বললেন—'ও বই কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অভিনয় করা চলে না'। কথাটা আজও তীরের মত আমার বুকে বিঁধে আছে। নাটকখানির একমাত্র অপরাধ, সেটি ডি-এল-রায়, গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল, অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখা নয়—ইনষ্টিট্যুটেরই একজন সাধারণ সভ্যের লেখা! বিচার সভা আহূত হ'ল,—কম্পিত কণ্ঠে নাটকখানি তাঁদের শোনালাম, তাঁরা বললেন 'চমৎকার'। অভিনয় হ'ল—কাগজ পত্র বললে 'চমৎকার'! সেই কমিটি মেম্বারটি—মানুষের রুচির অধোগতি দেখে লজ্জায় আর ক্ষোভে চুপ ক'রে রইলেন। তার পরে আমার কোন নাটকের জন্যই আর বিচার সভা আহূত হয়নি; লিখেছি আর অভিনয় হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে এত কথা বললাম এই জন্য যে আমাদের দেশে —নতুন নাট্যকারের প্রবেশপথ কত সঙ্কীর্ণ আর বিঘ্ন সঙ্কুল, এই বেদনা-দায়ক মহা সত্যটি সকলের সামনে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য। শুধু যে সাধারণ রঙ্গালয়েই তারা প্রবেশ করতে পায় না তা নয়, সখের সম্প্রদায়ের কাছেও তারা হ'য়ে থাকে অপাংক্তেয়।

আজ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে বসে সব আগে মনে পড়ছে শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর মল্লিকের কথা। থিয়েটারের মালিক-শ্রেণীভুক্ত হ'য়েও তিনি যে ভাবে আমাব নাটকের জন্য পরিশ্রম করেছেন তা সত্যই অভাবনীয়। একমাত্র তাঁরই চেষ্টায় 'মেঘমুক্তি' রঙমহলে মঞ্চস্থ হতে পেরেছে—তাঁকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক আমার এই নাটককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে দিবারাত্র যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। নতুন কোন নাট্যকারের পক্ষে তাঁর অভিজ্ঞ

মস্তিষ্কের সাহায্য পাওয়া বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। 'মেঘমুক্তি'র যে মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপট আজ আবালবৃদ্ধবনিতার অভিনন্দন লাভ করেছে এ সবই তাঁর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী করান ; এর জন্যে মাসখানেক ধরে তাঁর আহার নিদ্রার ঠিক ছিল না। তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন করছি।

তারপর সাহায্য করেছেন সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী। মূল নাটকখানিকে হাতে নিয়ে যোগেশদা একে পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করে মঞ্চোপযোগী ক'রে তুলেছেন। আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশতঃ তাঁকে নিজে কলম ধরতে হয়েছে। যোগেশদা'র স্নেহস্পর্শ না পেলে 'মেঘমুক্তি' ত্রুটিবহুল হবার সম্ভাবনা ছিল। তাঁকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি।

সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্লিক আমাকে বন্ধুভাবে নানাপ্রকার সাহায্য করেছেন। আমার প্রতি তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, বাংলা থিয়েটারের মালিক-মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন করেছে। তাঁকেও এই সঙ্গে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই নাটক প্রথম রচনাকালে যাঁরা আমার কাছে কাছে থেকে আমাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করেছিলেন—তাঁরা হচ্ছেন দাদা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বন্ধুবর অনিল ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সুধাংশু রায়, প্রভাত বসু, প্রমোদ গুহ, নৃপেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেককেই আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের ও ছায়া-ছবির অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের পরিস্থিতি ও আলোক সম্পাত সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান নির্দ্দেশ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের এই দুর্ল'ভ দান আমি মাথায় ক'রে নিলাম। শক্তিশালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ নানা বিষয়ে আমাকে অশেষ প্রকার সাহায্য করেছেন—তাঁদেরকে এই অবসরে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আর একজনকে আমার প্রণাম নিবেদন বাকী রইল, তিনি হচ্ছেন,

দেশবিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী। আমার লেখা গানগুলিকে তিনি কী ভাবে সুরের ব্যঞ্জনায় মূর্ত্ত করেছেন তা' যিনিই মেঘমুক্তি দেখেছেন তিনিই স্বীকার করবেন। নেপথ্যসঙ্গীতগুলিও তাঁরই সৃষ্টি। তাঁকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি।

আমার সর্ব্বশেষ ধন্যবাদ নিবেদন করছি ডি-এম লাইব্রেরীর সুযোগ্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপাল দাস মজুমদার (গোপালদা)কে, তিনিই অগ্রণী হ'য়ে নাটকখানিকে খাতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

মফঃস্বলে যাঁরা 'মেঘমুক্তি' অভিনয় করবেন তাঁরা ইচ্ছে করলে এই নাটকের 'আরতি' চরিত্রটি অনায়াসেই বাদ দিতে পারেন—তাতে নাটকের কোন অঙ্গহানি হবে না। একান্ত প্রয়োজনেই ঐ চরিত্রটি আমাকে রচনা করতে হয়েছে।

আর একটা কথা, কতকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে এর 'স্বপন রায়' চরিত্রটিকে "রীতিমত নাটকে"র সুহৃৎ ডাক্তারের অনুকরণ বলেছেন, তাঁদের কাছে আমার একটি বক্তব্য আছে এই নাটকখানি যখন বছর পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে 'খেয়ালী'তে 'দেহ-যমুনা' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল,—তখন পৃথিবীতে জলধর বাবুর 'সুহৃৎ ডাক্তার' জন্মলাভ করেনি। আজ 'দেহ-যমুনা' থেকে অনেক কিছু বদল হ'লেও ডাঃ স্বপন রায় চরিত্রটি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গেছে। কাজেই তাঁদের এই উক্তি ভ্রান্ত এবং কল্পনা-প্রসূত।

১৭, বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলিকাতা } **শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য**

যে ভুমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন

প্রফেসর অতুল ঘোষ—শ্রীযোগেশ চৌধুরী, প্রদ্যোত বোস—শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় সেন—শ্রীজহর গাঙ্গুলী, ডাঃ স্বপন রায়—শ্রীসন্তোষ সিংহ, প্রণব গুপ্ত—শ্রীবেচু সিংহ, যতীন—যতীন দাস, গীতা রায়—শ্রীমতী রাণীবালা, অণিমা বোস—শ্রীমতী সুহাসিনী, অপর্ণা রায়—শ্রীমতী পদ্মাবতী, বেবী ঘোষ—শ্রীমতী উষা দেবী, আরতি—শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

মেঘমুক্তি

মেঘ-সঞ্চার

প্রদ্যোতের বাড়ীতে

[একখানি সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম—অণিমা প্রদ্যোতের স্ত্রী, একটি ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেণী খুলিতেছে। যতীন, বাড়ীর প্রৌঢ় চাকর দু'কাপ চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল]

অণিমা। (বেণী খুলিতে খুলিতে যতীনের দিকে না চাহিয়া) দিন কে দিন তুমি ছেলেমানুষ হচ্ছো নাকি যতীন? আমি কি এক সঙ্গে দু'কাপ চা খাই?

যতীন। আজ্ঞে, বাবু এই মাত্র বাড়ী ফিরেছেন, তাঁর চাও এই ঘরে দিতে বল্লেন।

অণিমা। ও!

[যতীন চলিয়া গেল। একটু পরে সদ্য ধোয়া মুখ মুছিতে মুছিতে প্রদ্যোতের প্রবেশ। সুশ্রী ও বলিষ্ঠ যুবা। সে আসিয়া কোনদিকে না চাহিয়া নীরবে চায়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করিল—অণিমা তখনও নির্ব্বিকারচিত্তে বেণী খুলিতেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ]

অণিমা। তোমার এই রুটিন আর কতদিন কন্টিনিউ করবে?

প্রদ্যোত। রুটীন! কোন রুটীন?

অণিমা। এই রাত্রি আটটায় বেরিয়ে, ভোর আটটায় বাড়ী ফেরা?

প্রদ্যোত। ও!—বোধহয় আরও কিছুদিন।

অণিমা। তোমার এই উদাসীনতা কিন্তু সব সময় সাধুতার পরিচয় দেয় না!

প্রদ্যোত। নাই বা দিল, সাধুতার পরিচয়ের জন্য আমি তো বিশেষ ব্যগ্র নই।

অণিমা। মীরাট থেকে দাদামশায়ের বন্ধু অতুলবাবু এসেছেন। তোমার দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন।

প্রদ্যোত। [ব্যগ্রভাবে] অতুল দাদু! হঠাৎ এলেন কল্‌কাতায়?

অণিমা। হঠাৎ কেন আসবেন! দাদামশাই চিঠি দিয়েছেন! পাঁচ দিন থেকে সেই চিঠি পড়ে আছে তোমার পড়ার টেবিলে। পড়ে দেখবার সময়ও পাওনি!

প্রদ্যোত। চিঠি এসেছে নাকি?

অণিমা। বাড়ীতে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে তার খবর নেবার সময় আছে তোমার?

প্রদ্যোত। সত্যি, সময় নেই অণিমা।

অণিমা। সময় থাকা উচিত। নইলে বাইরের লোকের কাছে মান সম্ভ্রম থাকে না।

প্রদ্যোত। আচ্ছা। তা' আমাকে তো এখুনি বেরুতে হচ্ছে; যদি দাদু আসেন, খাতির যত্ন করো।

অণিমা। তোমার সম্মান তোমার কাছে। অন্য লোকে তোমার সম্মান রাখতে পারে না। তুমি কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ—সব আমি জানি।

প্রদ্যোত! না, জান না। [প্রস্থান]

অণিমা। [একবার জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, পরে যতীনকে ডাকিল।] যতীন! যতীন।

যতীন। [আসিতে আসিতে] যাই বৌদিমণি।

অণিমা। বাবু কি বাইরে গেলেন?

যতীন। হ্যাঁ, গাড়ী করে চলে গেলেন।

[যতীনের প্রস্থান। অণিমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। পরে চায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কাপটা তুলিয়া এক চুমুকে সমস্ত চাটা নিঃশেষ করিয়া শূন্য পাত্রটি ঠক্ করিয়া টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিয়া পাশের ঘরে প্রস্থান করিল। অতুলবাবু ও বেবীকে লইয়া যতীনের পুনঃপ্রবেশ]

যতীন। আপনি বসুন বাবু! আমি বৌদিমণিকে ডেকে আনি।

অতুল। কেন রে, প্রদ্যোত বাড়ী নেই?

যতীন। আজ্ঞে না, বেরিয়ে গেছেন। [প্রস্থান]

[অণিমার প্রবেশ]

অণিমা। এই যে দাদু!

অতুল। এই যে নাত-বৌ, প্রদ্যোত কোথায়?

অণিমা। জানি না তো!

অতুল। কাল্ তো জানতে না। আজও জানো না?

অণিমা। না।

অতুল। তাইতো—তুমি এমন ভাবে আমার কথাটার জবাব দিলে নাত-বৌ, মনে হ'ল প্রদ্যোত আর তুমি বুঝি এক মেসে থাকো—আর তোমরা দু'জনে রুম-মেট ছাড়া আর কিছুই নও।

অণিমা। তা' যা' বলেছেন—আমাদের এ মেসেই থাকা দাদু!

অতুল। তাই দেখছি! আজকালকার মেয়েরা স্বামীকে শাসন কর্ত্তে জানে না।

অণিমা। আপনাদের সময়ে কি রকম শাসন-প্রণালী চলিত ছিল দাদু?

অতুল। সে আর তোমায় কী বলব নাত-বৌ! তে হি নো দিবসা গতাঃ। কি বলিস বেবী?

বেবী। থাক্, তোমায় আর সে পুরোণো গল্পে দরকার নেই।

অতুল! তবে থাক্ ; তোমাদের কথাই শুনি।

বেবী। বৌদি! তোমার কি হয়েছে বলতে পারো? আমরা এলাম, আমাদের সঙ্গে ভালো করে কথা কইছ না—

অতুল। কি হয়েছে আগে তোর বিয়ে হোক্—তবে বুঝতে পারবি।

"কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝিনু কৈছন কেল।"

মান অভিমানের তরঙ্গ ভঙ্গে প্রেমের নিত্য নূতন রূপ। তুই শুধু শুধু ফ্রয়েডই মুখস্থ করলি, আসল জিনিষের ধার তো ধারলি না? তারপর নাত-বৌ, তোমাদের এই মান অভিমানের পালাটি কদ্দিন থেকে চলছে?

অণিমা। কোথায় মান অভিমানের পালা? আপনিও যেমন দাদু! আপনি একটু বেবীর সঙ্গে কথা কন; আমি আপনাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করিগে। না জানিয়ে পালাবেন না যেন? [প্রস্থান]

অতুল। [চিন্তিতভাবে] কোথায় যেন একটা তার বে-সুরো বাজছে—!

বেবী। কি যে তোমার Fancy! "তার বে-সুরো বাজছে!"

অতুল। [হাসিয়া] Fancy নয় রে বোকা মেয়ে, Fancy নয়। প্রদ্যোতটা এখানে একলা পড়ে থাকে, তাই কলকাতায় কোন কাজে এলেই তাকে মাঝে মাঝে দেখে যাই। তুই তো জানিস্, প্রদ্যোতকে আমি কত ভালবাসি!

বেবী। [রাগিয়া] তোমাদের এই সব বাজে Sentiment আমি একদম সহ্য করতে পারিনে—দাদু! Bogus!

অতুল। হবে! বুড়ো হয়েছি, এখন বোগাস কথাবার্ত্তা আমাদের সহজেই বল্‌তে হয়। মানে, অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে বোকা সেজে না থাকলে তোদের মত তরুণী-প্রিয়ার মনোরঞ্জন করব কি করে? বল!

বেবী। Rot!

অতুল। সকাল থেকেই মেজাজটাকে এমন বিগড়ে রেখেছিস— ব্যাপারটা কী বল্‌তো? সূর্য্যোদয়ের আগে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বেড়াতে নিয়ে গেছি—এই তো আমার অপরাধ? তা' না হয় মাপ চাইছি!

বেবী। মাপ চেয়ে আর লাভ কি বল? তোমার জ্বালায় আজকে আমার Bed Teaটা ভাল করে খাওয়া হয় নি, তা জানো?

অতুল! ও! তা' হলে তো বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে!

[অণিমার প্রবেশ]

অণিমা। আসুন দাদু, খাবার দেওয়া হয়েছে।

অতুল। তা যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের ঘরকন্নার ইতিহাসটা একবার শুনি বল না! এই ত সেদিন মীরাট থেকে ফিরে এলে। তারপর কোল্‌কাতায় এসে তোমাদের প্রেমের রুটিনটা কি রকম চল্‌ছে শুনি?

বেবী। প্রেমের আবার রুটিন হয় না কি দাদু? ফ্রয়েড বলেন,—

অতুল। তুই থাম্ দিকি জ্যাঠা মেয়ে! খেলিনে ছুঁলিনে, শুধু শুধু ফ্রয়েড ফ্রয়েড করেই অস্থির। প্রেমের রুটিন হয়—আবার রুটিন হয়ও না। প্রেম হ'ল—"নব নব নিতুই নবরে"—বুঝেছিস?

বেবী। Rot! [খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল]

অতুল। [অণিমার কাছে গিয়ে] কি হয়েছে বলত নাত-বৌ!

অণিমা। সত্যি দাদু কিছু হয় নি।

অতুল। তা' হলে তোমাদের প্রেমের ইতিহাস বল।

অণিমা। [হাসিয়া] প্রেমের ইতিহাস? আমি সকাল বেলা উঠে রান্না করি, আর উনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে কোর্টে যান!

অতুল। রাত্তিরে?

অণিমা। রাত্তিরে? রাত এগারোটার সময় এসে উনি অনন্তশয্যায় শোন, আর আমি বসে বসে পদসেবা করি!

অতুল। আরে এত গেল অতি পৌরাণিক যুগের আদর্শ—অতি আধুনিক যুগে কি আর এ সব চলে? আমায় বোকা পেয়েছ—না?

অণিমা। কি রকম চললে আপনি খুসী হ'ন?

অতুল। একালের কোন খবর রাখি না বলেই ত তোমায় জিগ্যেস করছি গো।

অণিমা। তার চেয়ে আপনার নাতিকেই জিগ্যেস করবেন।

অতুল। সত্যি! প্রদ্যোতটা এখনও ফিরলো না—গেল কোথায়?

অণিমা। বোধ হয় কোন মক্কেলের বাড়ী।

অতুল। খুব উকীল ত! উকীল মক্কেল শীকার করতে বেরিয়েছেন, তাঁর কাছে মক্কেল আসে না?

অণিমা। না।

অতুল। তা'হলে এইভাবে আর কিছুদিন চল্‌লে কারবার গোটাতে হবে বল?

অণিমা। যা বলেন!

অতুল। প্রেম-তত্ত্বের মূলে কি আছে জান নাত্ত-বৌ?

অণিমা। কি বলুন ত?

অতুল। Economic conditionটা বড্ড ভাল থাকা দরকার। ওটা ঠিক না থাক্‌লে বুঝলে নাতবৌ, অতি আধুনিকই বল আর অতি পৌরাণিকই বল, সমস্ত প্রেমেরই পদে পদে ছন্দভঙ্গ হয়। সুতরাং প্রদ্যোতের ওকালতী সম্বন্ধে একটু সজাগ থাকা দরকার। তুমি ওকে যেন বেশী আটকে রেখোনা।

অণিমা। আমার জন্য ভাববেন না, আমি ঠিক আছি!

অতুল। না, তুমি খুব ঠিক নেই নাতবৌ।

অণিমা। ওঁর Profession সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে গেলে উনি একেবারে দপ্ করে জ্বলে ওঠেন।

অতুল। এটা অবশ্য, ভাল লক্ষণ। পুরুষের ভিতর দাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব যত বেশী থাকে ততই ভাল। কোন কোন মেয়ের ভেতরেও উক্ত বস্তুটি বেশী থাকে। এই বেবীকেই দেখনা— এরই মধ্যে কতবার দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

বেবী। তুমি এখন যাবে? না বসে বসে বাজে গল্প করবে? প্রদ্যোতদা' ত এখনও এল না!

অণিমা। এ বেলাটা এখানেই থেকে যান না, উনি একটু পরেই আসবেন। কতক্ষণ আর বাইরে থাকবেন?

অতুল। আমার একটু কাজ আছে।

অণিমা। তবে বেবীকে রেখে যান!

অতুল। আচ্ছা, বেবী থাক্।

বেবী। আমি কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে পার্‌বোনা, বৌদি!

অতুল। তা হ'লে এক কাজ কর, অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মত সমস্ত বাড়ীটা একবার ঘোড়দৌড় করে ঘুরে এস।

বেবী। Rot!

অতুল। নাতবৌ ! এ মেয়েটার একটা বর জুটিয়ে দিতে পার ? ও যে রকম দিন দিন উৎকট হয়ে উঠছে, এর পর ওর তো আর বিয়ে হবে ব'লে মনে হয় না।

অণিমা। কোলকাতায় রেখে যান, দিনকতক Fashionable society তে ঘুরে বেড়াক। অন্যলোকে বর পছন্দ করলেতো ওর হবে না। আপনি চলুন।

অতুল। তাতো যাচ্ছি। চল ! কিন্তু নাতবৌ, এতদিন তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, এতদিন তোমরা দু'জনে একসঙ্গে ঘরকন্না কচ্ছো অথচ আজও তোমাদের সংসার গড়ে ওঠেনি ! এ'টা আমার ঠিক ভাল লাগছে না। তুমি যদি এরকম উদাসীন থাক নাতবৌ, তাহ'লে তো তোমাদের সংসার বাঁধবে না। জীবনে শান্তি পাবে না।

অণিমা। আপনি আসুন।

অতুল। বেবী আয় না।

বেবী। Rot. [সকলের প্রস্থান]

[একটু পরে সে ঘরে প্রবেশ করিল বিজয়। প্রদ্যোতের বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু। তার চরিত্রের বিশেষ দিক এই যে, সে অত্যন্ত খামখেয়ালী আর অত্যন্ত সরল। অল্পেতেই সন্তুষ্ট আর অল্পেতেই ক্রোধী। সে আসিয়া টেবিল অর্গ্যানটার ডালা খুলিয়া কি যেন একটা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু পাইল না]

বিজয়। যতীন ! যতীন ! [যতীনের প্রবেশ] হ্যাঁরে ! কাল যে অর্গ্যানের ওপর আমার গানের খাতাখানা রেখেছিলাম— সেটা কোথায় গেল ?

যতীন। অর্গ্যানের ওপরই ত ছিল বাবু !

বিজয়। কিন্তু এখন নেই।

যতীন। তা' হ'লে বলতে পারিনে।......হ্যাঁ, হ্যাঁ কাল যেন তাতে বাজারের হিসেব—

বিজয়। গানের খাতায় বাজারের হিসেব! নাঃ, জ্বালালে দেখছি।

[অর্গ্যানে বসিয়া একটা ভৈরবীর সুর ভাঁজিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দু'একটি করিয়া লাইনও আসিতে লাগিল]

[বিজয়ের গান]

নয়নেরে দোষো অকারণ
ভ্রমরা ফুলেরি বনে মানে কি বারণ ?

[বিজয়ের গানের মাঝখানে বেবীর প্রবেশ]

বেবী। থামুন! গানটা কি খুব ভাল হচ্ছে বলে আপনার বিশ্বাস?

বিজয়। কেন, খুব মন্দ হচ্ছে কি?

বেবী। অত্যন্ত জঘন্য হচ্ছে। আপনার গানের জ্বালায় ভেতরে আমাদের Break-fastএর ব্যাঘাত হচ্ছে। গান গাইবার আপনার আর অন্য জায়গা নেই?

বিজয়। আজ্ঞে না।

বেবী। রোজই সকালে এখানে এসে আপনি গান করেন?

বিজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেবী। কালই তা হলে তো মীরাট যাবার ব্যবস্থা করতে হয়!

বিজয়। তা' যেতে হয়—যাবেন, কিন্তু আপনি কে বলুন তো? আপনাকে তো নতুন দেখছি।

বেবী। আমার নাম বেবী।

বিজয়। [আপাদমস্তক দেখিয়া] বেবী!

বেবী। হ্যাঁ।

বিজয়। বেবী !! খাসা নাম ত! [ঈষৎ হাসিয়া] তা'হলে ঠিকই হয়েছে, গান-বাজনা বোঝবার মত বয়সই যে আপনার হয়নি।

বেবী। Idiot ! [প্রস্থান]

[বিজয়ের গান]

নয়নেরে দোষো অকারণ

[পিছন দিক হইতে নিঃশব্দে ডাঃ স্বপন রায় প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিল। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যুবক। সে প্রদ্যোতের বন্ধু এবং বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার। বিজয় মুখ ফিরাইয়া গাহিতেছিল বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। একটু পরে গান থামিলে]

স্বপন। এটা কোন্ ওস্তাদের ঘরোয়ানা ?

বিজয়। [চাহিয়া] ও! আপনি! এটা কারুর ঘরোয়ানা নয়।

স্বপন। স্বরচিত ? আজকাল গানও লিখছো নাকি ?

বিজয়। হ্যাঁ।

স্বপন। বাঃ !—আচ্ছা এই ধরণের চীৎকারকে যে গান বলে এ তোমাকে কে বলেছে ?

বিজয়। কে আবার বলবে ? এ হল গিয়ে একটা সাধনা—একটা—

স্বপন। সকাল বেলায় খামোখা কণ্ঠটাকে অমন বিকৃত করে চেঁচাতে ভাল লাগে তোমার ? নীট্‌সে বলেন—

বিজয়। [বাধা দিয়া] নীট্‌সে আবার গানের সম্বন্ধে কি বলবেন ? আপনার যদি ক্লাসিক টেষ্ট না থাকে তার জন্যে তো আর আমি দায়ী নই! যদি বুঝতেন এটা কি জিনিষ। হ্যাঁঃ, এক একটা তান তুলতে জিভ বেরিয়ে যাবে।

স্বপন। সেটাও ত খুব আনন্দের কথা নয়। কিন্তু আমি বলি মাঠের

জিনিষ ড্রয়িংরুমে কেন ? এখানে এ জিনিষ মানায় না, আর শ্রুতিকটুও ঠেকে।

বিজয়। মাঠের জিনিষ! [উত্তেজিত স্বরে] যান্, যান্, এ আপনার কালাজ্বর—ব্যাসিলি—কিংবা কুইনাইন মিক্‌শ্চার নয় যে, যা তা একটা লাগিয়ে দিলেই হ'ল!

স্বপন। আহা! চটছো কেন ?

বিজয়। [ক্রুদ্ধস্বরে] না—না—এ রকম ভাবে আমাকে—মানে—আপনার কোন অধিকার নেই। আপনার—

[অণিমা প্রবেশ করিল। সে স্নান করিয়া আসিয়াছে]

অণিমা। কি হ'ল ?

বিজয়। দ্যাখো তো দিদি, কি রকম অন্যায়! সকাল বেলায় ভৈরবীর একটা তান সাধছি, তা ওঁর সহ্য হচ্ছে না! (আমার হার্মোনিয়মের বেলো টানলে সুরের চেয়ে বাতাস বেশী বেরোয় বলে তোমার এখানে আসি—

স্বপন। বাতাসটা বেশ সুবাতাস নয়।)

বিজয়। এই আমি আজকে তোমায় বলে যাচ্ছি দিদি, উনি যদি এ বাড়ীতে আসেন. তবে আমার আর আসা চলবে না।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

অণিমা। বদ্ধ পাগল! আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়!—কখন এলেন ?

স্বপন। এসেছি অনেকক্ষণ। বসে বসে শুধু শুধু বিস্ময় অনুভব করছিলাম—

অণিমা। বিস্ময়! কেন ?

স্বপন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিজয়ের রোমাঞ্চকর অধিকার দেখে।

অণিমা। ও ওই রকম। আগে গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এখন ঝোঁক ধরেছে ক্লাসিক কিছু শিখতে হবে। কে একজন ওস্তাদের কাছে শিখেছে ও কিছু। ছেলেটি বড্ড হোমলি।

স্বপন। হুঁ।

অণিমা। আপনার চা আনতে বলে দিই—ওঁর আসতে হয়ত দেরী হবে।

স্বপন। মন্দ কি!

অণিমা। আপনি বসুন—যতীন!

যতীন। [নেপথ্যে] যাই বৌদিমণি [যতীনের প্রবেশ]

অণিমা। চা [যতীনের প্রস্থান]

স্বপন। আচ্ছা—অণিমা দেবী!

অণিমা। বলুন!

স্বপন। প্রদ্যোতের সংশোধনের আশা কি আপনি ছেড়ে দিলেন? [অণিমা ম্লান হাসিল] না, না, এতো চুপ করে থাকার বিষয় নয়! আপনাদের পারিবারিক জীবনে এ হচ্ছে একটা সমস্যা —একটা crisis; আপনার মত মেয়ে, মানে, enlightened মেয়ে—যিনি সকলের হৃদয় হরণের দাবী করতে পারেন—মানে, করা উচিত—এ আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—তার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা যদি সংশোধিত না হয় তবে সে একটা, মানে—রীতিমত লজ্জার কথা! আপনার পাশে প্রদ্যোতের স্থান যদি আমার হ'ত, [অণিমা ফিরিয়া চাহিল] কিছু মনে করবেন না,—তা' হলে ত আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত—

অণিমা। [বাধা দিয়া] আপনার সঙ্গে কালও কি তাঁর দেখা হয়েছিল?

স্বপন। হ্যাঁ—হ'ল বইকি! ঠিক সেই রাস্তায় সেই বাড়ীর কাছেই প্রদ্যোত দাঁড়িয়েছিল! আমাকে দেখে বল্লে, 'অণিমাকে যেন একথা জানাস্‌নি'। আচ্ছা, বলুন তো আপনি, একি একটা অনুরোধ? আপনাকে না জানানো যে আমার কত বড় অন্যায়—মানে পাপ—তাকি ও বুঝতে পার্‌লে না?

অণিমা। আমাকে একথা আর আপনি বল্‌বেন না মিঃ রায়। আমার সবচেয়ে ব্যথার জিনিষ রইল আমার সংশোধনের বাইরে—এ আমি আর শুনতে চাইনে।

[স্বপন রায়ের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল। যতীন চা দিয়া গেল। স্বপন রায় ধীরে ধীরে তাহাতে চুমুক দিতে লাগিল। একটু পরে প্রদ্যোত প্রবেশ করিল]

প্রদ্যোত। কিরে! তুই কতক্ষণ!

স্বপন। তোদের স্বামী স্ত্রীর কি এ ছাড়া আর কোন প্রশ্ন নেই?

প্রদ্যোত। অর্থাৎ!

স্বপন। উনিও আমার সঙ্গে দেখা হ'লে ঠিক ঐ কথাই বলেন—"কতক্ষণ এসেছেন?" যেন আমার যাওয়া আসার ওপরই তোদের সুখশান্তি নির্ভর কর্‌ছে।

প্রদ্যোত। কথাটা মিথ্যে নয় [অণিমার প্রস্থান] সে যাক্‌—কাল্‌কে প্রফেসরের বাড়ী যাবি বলে গেলিনে কেন?

স্বপন। একটু কাজে কলকাতার বাইরে গেছলাম।

প্রদ্যোত। কলকাতার বাইরে? কোথায়?

স্বপন। (থতমত খাইয়া) ঐ যে কি বলে—ইয়ে—ব্যাণ্ডেল। অবশ্য, আজকে আমি নিশ্চয়ই যাব। তুই যাবি তো?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ, কাল রাত্রে তিনি মারা গেছেন।

স্বপন। মারা গেছেন!!

প্রদ্যোত। হ্যাঁ। মরবার সময় বয়স্থা মেয়ের জন্য বৃদ্ধের সে কি উদ্বেগ! আমার হাত দু'খানা ধরে কেবলই কাঁদতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত গীতার শুভাশুভের জন্য দায়ী রইলাম বলে কথা দিতেই হল।

স্বপন। গীতা বুঝি মেয়েটির নাম?

প্রদ্যোত। যদিও কথা দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।

স্বপন। আহা-হা—আমার সঙ্গে আর দেখাটা হোল না! বহুদিন পড়েছিলাম তাঁর কাছে।

প্রদ্যোত। সে ঋণ তো কাল তুমি ব্যাণ্ডেলে গিয়ে শোধ দিয়ে এসেছো! যাক্, তাঁর সৎকার ক'রে বাড়ী ফির্‌তে আজ প্রায় বেলা আটটা বেজে গেছে। বড্ড ক্লান্ত শুতে চল্লাম।

স্বপন। বাড়ী ফিরতে সকাল তো তোর আজকাল রোজই হচ্ছে!

প্রদ্যোত। তুই কার কাছে শুন্‌লি!

স্বপন। কে যেন তখন বল্‌ছিল—বোধ হয় ওই চাকর যতীনটা!

প্রদ্যোত। হ্যাঁ। সকাল রোজই হচ্ছে বটে। কিন্তু কি করবো? বৃদ্ধের একটি মেয়ে ছাড়া বাড়ীতে যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই!

স্বপন। ইয়ে—গীতার বয়স কত?

প্রদ্যোত। [হাসিয়া] কেন? বয়সে তোমার দরকার কি?

স্বপন। না এই এমনি মানে—

প্রদ্যোত। বছর কুড়ি হবে বোধ হয়: most innocent girl!

[অণিমার প্রবেশ। সে কোন দিকে না চাহিয়া সোজা স্বপন রায়ের কাছে গিয়া কহিল]

অণিমা। মিঃ রায়! কাল রাত্রে যে সময় এসেছিলেন, আজ একবার

আসতে পারবেন সে সময় ? আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। আসবেন ?

[স্বপন রায় ভীতনেত্রে প্রদ্যোতের দিকে চাহিয়া দেখিল সে নির্ব্বিকারচিত্তে অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেট টানিতেছে]

স্বপন। [ম্লান হাসিয়া] আচ্ছা।

অণিমা। হ্যাঁ, ভাল কথা, আজ কিন্তু আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো না। কাল বড্ড পালিয়েছিলেন। খেয়ে যাবেন কিন্তু— বুঝলেন ?

স্বপন। আচ্ছা।

[অণিমার প্রস্থান]

প্রদ্যোত। [অন্যদিকে চাহিয়াই] কাল রাত্রে তা'হলে এখানেই এসেছিলে ? ব্যাণ্ডেল যাওয়াটা মিথ্যে ?

স্বপন। না—না—কেবল যাবার আগে একবার—

প্রদ্যোত। যাবার আগে ? যাবার আগে একবার দেখা করতে এসে— আর বুঝি যেতে পারোনি ? আর এই কথাটাই আমার কাছে এতক্ষণ গোপন করবার চেষ্টা করছিলে ? প্রদ্যোত বোস তোমার অপরিচিত নয় বলেই আমি জানতাম, কিন্তু এখন দেখছি, সত্যিই তার সঙ্গে তোমার কোন পরিচয়ই নেই !

স্বপন। [কাষ্ঠ হাসিয়া] হেঁ—হেঁ—মাঝে মাঝে তুই এমনভাবে কথা বলিস—মানে, মনে হয় যেন সত্যই seriously কইছিস বুঝি ?

প্রদ্যোত। হুঁ ! আচ্ছা আমাকে কি তোমার বোকা বলে মনে হয় স্বপন ?

স্বপন। মোটেই না ! বরং একটু বেশী চালাক বলে মনে হয়। আচ্ছা আমি [illegible] একটা ধাঁধা। আমার হয়েছে মহা

মুস্কিল, সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে দুই কাণ ভরে শুনি দুটি ডাক,—একটি রুগীর আর একটি বন্ধুত্বের—

প্রদ্যোত। আর প্রত্যেক দিনই তুমি রুগীর ডাকে সাড়া না দিয়ে বন্ধুর ডাকটিতেই সাড়া দাও—কেমন ?

স্বপন। ঠিক ধরেছিস। রুগী—একদিনের, কিন্তু তোর আমার বন্ধুত্ব সে তো চিরদিনের। আচ্ছা চলি। [প্রস্থান]

[অন্দর হইতে প্রফেসর ঘোষ প্রবেশ করিলেন]

প্রদ্যোত। [প্রণাম করিয়া] এই যে দাদু! আসুন, আসুন, কখন এলেন ?

অতুল। অনেকক্ষণ। তোমারই দেখা নেই!

প্রদ্যোত। মীরাটের খবর কি ?

অতুল। ভাল। কিন্তু তোমার এখানকার খবর তো খুব ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না। বাড়ীটিকে যে একেবারে মেস বাড়ী করে তুলেছ প্রদ্যোত!

প্রদ্যোত। মেস বাড়ী কি রকম ?

অতুল। Yes. That's the impressison I got. তোমার বন্ধুর সংখ্যা বোধ হয় একটু বেশী।

প্রদ্যোত। না, খুব বেশী নয়।

অতুল। দুটি তিনটি কণ্ঠ কাণে এল। মনে হ'ল যেন নাতবৌ মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে যোগও দিচ্ছেন। সাহেবদের ওপরে যাচ্ছ যে ভায়া!

প্রদ্যোত। আপনি আপনার যৌবনকালে যে সব মেয়েদের দেখেছিলেন দাদু, সে প্রকৃতির মহিলারা আজকাল আর পৃথিবীতে জন্মান না!

অতুল। তা হয়না ভাই। তাঁরাই জন্মান, তবে চালটা একটু আলাদা!

পরেন বটে জুতো মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
ভিন্ন দেশী চালে—
তবু দেখ সেই কটাক্ষ—
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

বুঝলে? নইলে দেবীরা মোটামুটি একই রকম আছেন ভায়া! যাক্—তোমার কাজকর্ম্মের অবস্থা কেমন?

প্রদ্যোত। মন্দ নয়, চলছে এক রকম।

অতুল। দাম্পত্য জীবন? কেমন চলছে?

প্রদ্যোত। খুব ভাল।

অতুল। অর্থাৎ? যতদূর চলা উচিত, তার চেয়েও বেশী ভাল? যা হোক, বন্ধুদের সম্বন্ধে একটু সজাগ থেকো ভায়া!

প্রদ্যোত। একথা কেন বলছেন?

অতুল। আমাদের চোখকাণের শক্তি কম বলেই বোধ হয় তারা একটু বেশী সতর্ক। তোমার সঙ্গে নাতবৌয়ের যে একটা নাটকীয় বিরোধ চলছে সেটা বোঝা খুব শক্ত নয়!

প্রদ্যোত। নাটকীয় বিরোধ! বলেন কি দাদু? কই আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি।

অতুল। রুগী যদি রোগ বুঝতেই পারবে, তাহ'লে আর ভুগবে কেন? রোগ তো সেরেই যাবে!

প্রদ্যোত। এটা তাহ'লে রোগ আপনার মতে ?

অতুল। দস্তুর মত রোগ।

প্রদ্যোত। চিকিৎসা আছে ?

অতুল। Not yet past surgery. এখনো চিকিৎসার সময় আছে, সাবধান হও। কিছুদিন মীরাটে গিয়ে থাকবে?

প্রদ্যোত। এখনতো ছুটি নেই।

অতুল। তবে থাক্, ছুটি হোক তারপর যোয়ো। আগে কাজ—তারপর প্রেম। অন্ততঃ That's my theory. বেবী রইল এখানে —নাতবৌ ছাড়লো না।

প্রদ্যোত। বেবীও এসেছে নাকি ?

অতুল। হ্যাঁ।

প্রদ্যোত। আচ্ছা।

[প্রফেসর ঘোষের প্রস্থান]

প্রদ্যোত। [একটু পরে] বিজয়! বিজয়!

[বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়। কি বলছো দাদা ?

প্রদ্যোত। দেখ বিজয়! তুমি একখানা গান গাইবে? খুব প্রিয়া টি্রয়া আছে যাতে—এমন একখানা গান, জানো?

বিজয়। জানি, কিন্তু এখন—

প্রদ্যোত। হাঁ এখনই। আমার জীবনে তখন বড় একটা আসে না। যা করবার এখনই, গাও!

[বিজয় অর্গানে বসিয়া গাহিতে লাগিল]

দিবস যবে আঁধার হবে বিদায় বেদনায়,
এসগো প্রিয়া কানন দিয়া সরম-মৃদু পায়!

নদীর ধারে দুকূলে বসি ডাকিবে চখাচখী
বিজন মম আঙিনাপরে আসিও প্রিয়সখি !
রজনী ভরি বাহিব তরী স্বপন-বন-ছায় ।
রাতের তারা আকাশ তলে চাহিবে মেলি আঁখি
শিথিল তব কেশের রাশে আমারে রেখো ঢাকি ।
ব্যাকুল-করা বিবশ বাণী কহিব কাণে কাণে
মিলন-সুধা মদির মধু বহিব প্রাণে প্রাণে
মিলিব দোঁহে মধুর মোহে অলখ অলকায় ।

প্রদ্যোত। চমৎকার বিজয় ! যত রাজ্যের আজগুবি কল্পনা তোমার এই গানে এসে বাসা বেঁধেছে ।

বিজয়। আজগুবি !

প্রদ্যোত। আজগুবি নয় ? ধর, তোমার প্রিয়া আস্‌বেন—

বিজয়। আমার প্রিয়া !

প্রদ্যোত। আচ্ছা মনে কর আমারই প্রিয়া। সেই প্রিয়া যখন সন্ধ্যার পর আমার কাছে আসবেন, তখন নদীর দুই পারে চখাচখী ডাকা চাই, আকাশের তারাকেও একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে হবে, মেঘে ঢাকলে চলবে না। তিনি আসবেন, এসে তাঁর সুদীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দেবেন, আর আমি ব্যাটা পরমানন্দে দম বন্ধ হ'য়ে মরবো ! কেমন ? এই তো তোমার গানের theme ? [চলিতে লাগিল]

বিজয়। তুমি যাচ্ছো কোথায় দাদা ?

প্রদ্যোত। জানিনে।

বিজয়। বোসো, দিদিকে ডেকে আনি।

প্রদ্যোত। তুমি গান গাইলে, অথচ তোমার দিদি একবার উঁকি মেরেও

দেখলেন না! বুঝতে পারছোনা, তোমার দিদি আমার ওপর কি রকম চটে গেছেন?

বিজয়। ও! দিদি তোমার ওপর চটে গেছেন? তাই বটে! এটা তো আমি আগে বুঝতে পারিনি।

প্রস্থোত। কিন্তু আমিও চটতে জানি বিজয়! চটলে আমার যে মূর্ত্তি হয়, সে মূর্ত্তি তোমার দিদি কখনো কল্পনাও করতে পারবেন না।

[প্রস্থান]

বিজয়। বিয়ে হবার পর মানুষগুলো সব ক্ষেপে যায় না কী হয়? এই নরম—এই গরম—বুঝিনে কিছু বাবা!

[অণিমার প্রবেশ]

অণিমা। বিজয়! উনি কোথায় গেলেন?

বিজয়। জানিনে। বোধ হয় রাগ করেছেন।

অণিমা। রাগ করেছেন? তোমার ওপর?

বিজয়। না—তোমার ওপর।

অণিমা। আমার ওপর তিনি কখনও রাগ করেন না। তুমি ভুল বুঝেছ বিজয়।

বিজয়। হ্যাঁ, ভুল বুঝেছি বৈকি! তোমার ওপর তিনি ভয়ানক রাগ করেছেন। যদি খোসামোদ ক'রে রাগ ভাঙাতে পারো—আমি ডেকে আনতে পারি। আনবো!

অণিমা। না থাক।

[প্রস্থান]

বিজয়। তার মানে তুমিও রাগ করেছ? ব্যস্! দুজনে দুদিকে বেরিয়ে গেল! দিন দিন বাড়ীটা যেন ভূতের বাড়ী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। না আছে শান্তি, না আছে সুখ। দুত্তোর!

(স্বপনের প্রবেশ)

স্বপন। আমার Genealogy of Morals খানা ফেলে গেছলাম—একি! বিজয় যে! খবর কি?

বিজয়। যান-যান-মশায়! এখন বিরক্ত করবেন না! আমার মন ভাল নেই।

স্বপন। বটে! ভয়ানক আশ্চর্য্য তো! কিন্তু তোমার মন ভাল না থাকার হঠাৎ কি কারণ ঘটলো হে?

বিজয়। আঃ! আপনি মশায় বড্ড বিরক্ত করেন! দেখছেন, দাদা রাগ ক'রে চলে গেলেন, দিদি মুখ ভার ক'রে বসে আছেন।

স্বপন। তোমার দাদা চলে গেছেন? ও! তাহ'লে তিনি এখন বাড়ী নেই! That's fine! তাহ'লে বসি একটু।

বিজয়। কিন্তু না বসলেই তো ভাল হ'ত।

স্বপন। তোমার দাদার রাগ আবার কার ওপর হ'ল হে?

বিজয়। কার ওপর হ'ল—! কার ওপর হ'ল তা' আমি কি ক'রে বলবো? আমি কি হাত গুণতে জানি নাকি? ভ্যালা মুস্কিল!

(প্রস্থান)

(যতীনের সহিত প্রণবের প্রবেশ)

যতীন। আসুন বাবু, এই ঘরে বসুন।

(যতীনের প্রস্থান)

প্রণব। (স্বপনকে) প্রদ্যোত বাড়ীতে নেই?

স্বপন। আজ্ঞে না।

প্রণব। কখন ফিরবে বলে গেছে কিছু?

স্বপন। না, তাও আমি আপনাকে বলতে পারছিনে।

প্রণব। আচ্ছা কখন এলে তাকে পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?

স্বপন। না। কারণ আজকাল তার এ বাড়ীতে আসার সময়টাই সব চাইতে গোলমাল হয়ে গেছে। আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

প্রণব। এখন অবিশ্যি আসছি কোলকাতা থেকেই, কিন্তু practically আমি এসেছি দিল্লী থেকে।

স্বপন। দিল্লী থেকে।

প্রণব। হ্যাঁ, দিল্লী থেকে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখা করা বড্ড দরকার।

স্বপন। ও! তাহলে আপনি একটা কাজ করুন। আজ সন্ধ্যার পর ভবানীপুরে যান। তা' হলেই তার দেখা পাবেন।

প্রণব। ঠিকানাটা kindly !

স্বপন। Sure ! (ঠিকানা লিখিয়া দিল) Please don't mind —আপনার নামটা—

প্রণব। আমার নাম প্রণব গুপ্ত। প্রদ্যোত আমার বন্ধু।

স্বপন। (চমকাইয়া উঠিল) প্রণব গুপ্ত! ও! আচ্ছা।

প্রণব। আপনি কি এই বাড়ীতেই থাকেন ?

স্বপন। আমি। না, আমি এ বাড়ীর—মানে, আমিও প্রদ্যোতের বন্ধু।

প্রণব। যাক্, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে খুসী হলাম।

স্বপন। আচ্ছা, আপনার নাম বললেন প্রণব গুপ্ত—না ?

প্রণব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বপন। নামটা—আমার জানা,—মানে শুনেছি।

প্রণব। কার কাছে শুনেছেন ?

স্বপন। একটি খুব respectable society girl,—আহা-হা,মেয়েটি একটি সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছে—সেই—মেয়েটির মুখেই বোধ হয় আপনার নাম শুনেছি।

প্রণব। মেয়েটির নাম কি জানেন?

স্বপন। Excuse me! ভদ্র মহিলার নাম জিজ্ঞাসা করাটা—কেমন সঙ্কোচ হ'ল—

প্রণব। কোথায় দেখা হয়েছিল আপনাদের?

স্বপন। একটা film studioতে। তার স্বামী নামে পরিচিত ভদ্রলোকটি বোধ হয় মেয়েটিকে exploit ক'রে কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টায় আছেন।

প্রণব। Kindly studioর ঠিকানাটা যদি—

স্বপন। সেখানে তাকে নেয়নি। (একটু থামিয়া) আচ্ছা মেয়েটি কি আপনার আত্মীয়া?

প্রণব। হ্যাঁ। না—ঠিক তা নয়—জানাশোনা আছে। আচ্ছা—আপনার দেখা কোথায় পাব?

স্বপন। মাঝে মাঝে এইখানেই পাবেন।

প্রণব। আচ্ছা, আমি তবে আজ 'আসি, প্রদ্যোতকে আমার কথা জানাবেন। নমস্কার!

স্বপন। নমস্কার!

(প্রণবের প্রস্থান ও ভিতর হইতে অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। মিঃ রায়! ফিরে এসেছেন?

স্বপন। পথে নেমে আপনার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার জন্য মনে মনে বড় ব্যথা পেলাম, তাই ফিরে এলাম। ভাবলাম আপনি হয়ত মনে কষ্ট পাবেন। ভাল করিনি?

অণিমা। বেশ করেছেন। আচ্ছা আপনি একটু বসুন। রান্না হ'য়ে গেছে, আমি এখনি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি।

স্বপন। তাতো ফেলবেন। কিন্তু এ সব কি শুনছি অণিমা দেবী ?

অণিমা। কি শুনছেন ?

স্বপন। প্রদ্যোত নাকি রাগ ক'রে চলে গেছে ?

অণিমা। হ্যাঁ।

স্বপন। ও! তাই তাকে অমন হন্ হন্ ক'রে চলে যেতে দেখলাম! অবিশ্যি গীতার ওপর ওর যে একটা মোহ জন্মেছে, তা আমি জানি। তবুও—

অণিমা। গীতা! গীতা কে ?

স্বপন। আপনি জানেন না! গীতা রায় হচ্ছে ভবানীপুরের এক প্রফেসরের মেয়ে। বাপ গেছে মারা। মরবার সময় বুঝি প্রদ্যোতকে দেখাশুনা করতে বলে যায়,—তার থেকেই ক্রমশঃ—তা' সে আমি তাকে দেখেছি—মানে accidentally—simply a charmless creature! আমার মত যদি বলি—হাসবেন না আপনি, আমি whole continent tour করেছি—কিন্তু আপনার মত দীপ্তি আমি খুব কম মেয়ের মধ্যেই দেখেছি—মানে দেখিইনি। সেইজন্যই তো বলছি—

অণিমা। গীতা! হবে।

স্বপন। না, না, অণিমা দেবী, আপনি এ সময় নরম হ'লে তো চলবে না! You must be strict—must be—কি বলবো! মেয়েদের সনাতন দুর্ব্বলতা যেন আপনাকে পেয়ে না বসে! নইলে ভেবে দেখুন দিকি—এই বেলা বারোটার

সময় শোধ নেবে বলে কোন স্বামী কি কখনো মদ খেয়ে বেরিয়ে যেতে পারে? খামখেয়ালীর তো একটা সীমা থাকা উচিত?

অণিমা। মদ খেয়ে! কিন্তু উনি তো মদ খাননা মিঃ রায়!

স্বপন। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল—আমি স্পষ্ট গন্ধ পেলাম—আর আপনি বলছেন মদ খাননা! এই বিশ্বাস ক'রে ক'রেই—আপনি ঠকেছেন অণিমা দেবী।

অণিমা। ও! তা হলে বাকী আর কিছুই রইলো না? অথচ আপনি তো জানেন মিঃ রায়, পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই!

স্বপন। করবার নেই! আপনি বলেন কি অণিমা দেবী? এই আমি আপনাকে বলছি,—আমি আপনাদের বন্ধু, আমার শুধু এই দাবী। আপনি তার প্রতি নির্ম্মম হয়ে উঠুন! আপনি তাকে বুঝতে দিন যে তার ভিক্ষে দেওয়া প্রেম ছাড়াও আপনার দিন চলবে। আপনার জীবন সহজ এবং স্বচ্ছ ক'রে তুলতে তার ওই দ্বিধা-বিভক্ত প্রেম অপরিহার্য্য নয়—এই কথাটি তাকে বোঝবার অবকাশ দিন!

অণিমা। আমার কোন কথা বোঝবার অবকাশ আর তাঁর হবে না মিঃ রায়, সে তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু এতেও আমার অভিযোগ করবার কোনই কারণ থাকতো না, যদি তিনি সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা না করতেন। আপনি তো স্বচক্ষেই দেখেছেন, আমিও মনে মনে বুঝছি, আমার সম্বন্ধে অবকাশ আর তিনি করতে পারবেন না। এ তিনিও জানেন, আমিও জানি, আর

বোধ করি—আপনিও জানেন! (কান্নায় তাহার গলা কাঁপিতে লাগিল)

স্বপন। শুধু জানলে তো চলবে না অণিমা দেবী! আপনার এই জানাকে প্রয়োগ ক'রে, সার্থক ক'রে তুলতে হবে আপনার জীবনে! প্রদ্যোত বুঝুক যে দরকার হলে আপনিও তার মত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন। স্বামী যদি স্ত্রীর মূল্য বুঝতে না পারে তবে স্ত্রীও যেন সুলভ না হন। আপনাকে কি বলবো, এসে শুনে অবধি রাগে আমার সর্ব্ব-শরীর জ্বলে যাচ্ছে! প্রদ্যোত যে এত বড় একটা অপদার্থ হ'য়ে উঠবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। বিশেষ ক'রে যার পাশে আপনার মত স্ত্রী!

অণিমা। আপনি আমাকে স্নেহ করেন মিঃ রায়, তাই—

স্বপন। শুধু স্নেহের কথা নয় অণিমা দেবী! এ শুধু স্নেহের কথা নয়! তা যদি হ'ত, তাহ'লে বোধ হয় এতখানি বাজতো না। আপনি তো—শুধু আমার বন্ধুর স্ত্রীই নন—আপনি আমার—

বিজয়। (নেপথ্যে) দিদি!

অণিমা। যাই। আমি আসছি মিঃ রায়!

(প্রস্থান)

(স্বপন রায় শেলফ্ হইতে একখানি বই টানিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেল। একটু পরে বিজয় প্রবেশ করিয়া বলিল)

বিজয়। খেতে আসুন।

স্বপন। কে?

বিজয়। আমি। খেতে আসুন।

স্বপন। খেতে? কি খেতে?

বিজয়। কালিয়া কোপ্তা নয়, শুধু চাট্টী ভাত।

স্বপন। ওঃ! Hopeless! কি রকম যে disturb করো তুমি মাঝে মাঝে! স্থূল খাওয়াটাই কি সব?

বিজয়। স্থূল খাওয়া না হ'লে দেহ যে ক্রমেই সূক্ষ্ম হতে থাকবে!

স্বপন। হোক সূক্ষ্ম। মন কেবলি আকাশে উড়ে বেড়াবে।

বিজয়। পাঁচ সাত দিন না খেলে ওই দেহও আকাশে উড়বে!

স্বপন। উড়ুক। কি পড়ছিলাম জান? Shelly's Skylark! অনন্ত নীলিমায় দুই স্বাধীন পাখা মেলে কেবলই চলেছে—কেবলই এগিয়ে চলেছে সেই স্কাইলার্ক—অজানা ভবিষ্যতের সন্ধানে। দুই চোখে তার—

বিজয়। মরেছে! শুনছেন? খেতে আসুন।

স্বপন। Damn it, চল তোমার খাওয়াই আগে সেরে আসি। তা' আজকে এখানে তোমার নেমন্তন্ন নাকি বিজয়?

বিজয়। আমার নেমন্তন্ন হয় না, আমি এম্নিই খাই। নেমন্তন্ন হয় আপনাদের—

স্বপন। কেন হিংসে হচ্ছে নাকি?

বিজয়। কী মুস্কিল! হিংসের কথা কি আছে এতে? উঠুন। আর দেরী করবেন না।

স্বপন। (উঠিয়া) বাস্তবিক তোমার মত একটা ভাইকে সব সময় কাছে পাওয়া মেয়েদের অনেক তপস্যার ফল বিজয়!

বিজয়। বুঝেছি। এখন চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে ঘরের মধ্যে প্রদ্যোত প্রবেশ করিল। একটা মানসিক দুশ্চিন্তার ছাপ তাহার মুখে চোখে পরিস্ফুট। সে আসিয়া চুপ করিয়া ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে ডাকিল)

প্রদ্যোত। যতীন !

নেপথ্যে যতীন। যাই বাবু !

(যতীনের প্রবেশ)

প্রদ্যোত। দ্যাখ যতীন, বিজয়কে একবার আমার দরকার। তুই মেস থেকে তাকে ডেকে নিয়ে আসতে পারবি ?

বিজয়। তিনি তো এইখানেই আছেন বাবু।

প্রদ্যোত। বেশ, ভালই হ'ল। আজকে তার এখানে নেমন্তন্ন ছিল বুঝি ?

বিজয়। তাতো জানি না বাবু, তবে দেখলাম তিনি আর ডাক্তার-বাবু বৌদিমণির ঘরে খেতে বসেছেন।

প্রদ্যোত। আর কে খাচ্ছেন বল্‌লি ?

যতীন। ডাক্তারবাবু।

প্রদ্যোত। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ডাক্তারবাবু ! সে তো চলে গেছলো ! আবার এলো কখন ?

যতীন। আপনি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।

প্রদ্যোত। আমি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ! হুঁ ! (অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গম্ভীর গলায়) যতীন ! আমার ঘর থেকে চাবুকটা একবার শীগ্‌গির নিয়ে আয়তো !

যতীন। চাবুক !

প্রদ্যোত। হ্যাঁ হ্যাঁ চাবুক। শীগগির !

(যতীনের প্রস্থান। প্রদ্যোত ঘরময় ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ এক সময় ধপ্‌ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একটু পরে সম্মুখের টিপয়ের উপর তাহার মাথা নুইয়া পড়িল।

যতীন চাবুক লইয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া চাবুকটি ধীরে ধীরে টিপয়ের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

অণিমার প্রবেশ। সে ঘরে ঢুকিয়া প্রদ্যোতকে দেখিয়া একটু যেন অবাক হইল। তাহার পদশব্দে প্রদ্যোত মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—অণিমাও স্থাণুবৎ তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে)

প্রদ্যোত। কিছু বলবে?

অণিমা। ও চাবুক আনলে কে?

প্রদ্যোত। আমি।

অণিমা। কেন?

প্রদ্যোত। মনে পড়ছে না, বোধ হয় নিজেকে চাব্‌কাবো ব'লে।

অণিমা। মাতলামি করবার একটা সময় থাকা উচিত।

প্রদ্যোত। মাতলামি!

অণিমা। তা ছাড়া আর কী? তুমি মনে মনে কি ভেবেছ আমায় বলতে পারো?

প্রদ্যোত। মনে মনে যা ভাবা যায়—অন্য লোককে তা' বলা নিষেধ।

অণিমা। তোমার সাহস দেখছি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে!

প্রদ্যোত। আমার সাহস! (ম্লান হাসিয়া) কিন্তু আমি তো বলি তোমার সাহস! কিন্তু আর নয়,—এবার যাও—ডক্টর রায় খেতে বসেছেন সেটা ভুলো না!

অণিমা। সেটা তোমার দেখবার বিষয় নয়।

প্রদ্যোত। বল কি? এ তো আমারই একমাত্র দেখবার বিষয়। আমার ধর্ম্মপত্নীর অতিথিপরিচর্য্যায় যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে সে পাপ যে আমারই!

অণিমা। ধর্ম্মপত্নী! জানি তুমি পত্নীগতপ্রাণ! কিন্তু নিজে যখন

বেলা আটটা ক'রে বাড়ী ফেরো, তখন তো এ কর্ত্তব্য দেখা যায় না! দুপুর বেলা মদ খেয়ে যখন মাতলামী করবার জন্য রাস্তায় বেরোবার দরকার হয়, তখন এ কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকে কোথায়?

প্রদ্যোত। মদ খেয়ে!

অণিমা। হ্যাঁ। পৌরুষ বুঝি দেখা দেয় শুধু স্ত্রীকে উপদেশ দেবার বেলায়—না?

প্রদ্যোত। ভাখো তর্ক করতে আমার রুচি নেই। তোমাকে আধুনিক হবার যথেষ্ট সুযোগ আমি দিয়েছি। কিন্তু আজ থেকে সব বন্ধ ক'র দেওয়া হ'ল। আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে তোমার অবারিত মেলামেশা আর চলবে না, এই আমি আদেশ ক'রে যাচ্ছি।

অণিমা। আদেশ?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ—আদেশ!

অণিমা। আমি জানি এই কথাই তুমি বলবে। আমার দুর্ভাগ্য যে আজ তোমার কাছ থেকে আমায় সংযমের উপদেশ শুনতে হচ্ছে। কিন্তু তোমার আদেশ আমি মানবো না, আমি এইখানেই থাকবো, আর এইখানেই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিশবো। যা করবার তুমি কোরো। গীতা রায়ের বাড়ী যাবার সময়—

প্রদ্যোত। গীতা রায়—! ও! সে কথাও কানে গেছে দেখছি!

অণিমা। হ্যাঁ। কেন যাবে না? তুমি কি চাও যে তোমার সমস্ত পাপ কাজ আমার অগোচরে ঘটুক? তোমার সব কথা আমি জানি। গীতা রায়ের—

প্রদ্যোত। থামো থামো। গীতা রায়ের নাম তুমি উচ্চারণ কোরো না। সে অধিকার তুমি হারিয়েছো।

অণিমা। অধিকার আমি হারিয়েছি? মিঃ রায় দেখছি ঠিকই বলেন।

প্রদ্যোত। মিঃ রায় কি বলেন না বলেন শোনবার জন্য আমার ঔৎসুক্য নেই। অণিমা বোস! সব সময় মনে রাখতে চেষ্টা করো আমি তোমার স্বামী—খেলার পুতুল নই!

(হঠাৎ চলিয়া গেল। অণিমা সেই শূন্য ঘরে একা একা দাঁড়াইয়া রুদ্ধ ক্রোধ ও অভিমানে ফুলিতে লাগিল। শেষে কাঁদিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল)

মেঘ-বিস্তার

গীতাদের বাড়ীতে

(গীতার দোতলার ড্রয়িং রুম। উচ্চশিক্ষিত প্রফেসরের মার্জ্জিত রুচির পরিচয় রহিয়াছে গৃহ-সজ্জায়। সন্ধ্যা। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল---বিজয় গীতাকে গান শিখাইতেছে। গীতা একটি খাতা ও পেন্সিল লইয়া স্বরগ্রাম টুকিয়া লইতেছে। সে আধুনিক যুগের তরুণী উচ্ছল এবং আনন্দময়)

বিজয়। দেখি কি লিখলে! নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি! সব উল্টে পাল্টে বসে আছো! নাও—ফের্ লেখো! নিনিধা নিনিধা পা মা পা।

গীতা। নিনিধা নিধা পামাপা।

বিজয়। শুধু নিধা নয়—নিনিধা নিনিধা পামাপা।

গীতা। নি নি ধা নি নি ধা পা মা পা।

বিজয়। হুঁ। লেখো, নি ধা পা রে নি রে—মা ধা পা রে নি রে—

গীতা। [খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

বিজয়। হাসছো কেন দাঁত বার ক'রে? কি লিখলে পড়!

গীতা। নিধা পারে নিরে, মাধা পারেনিরে. গীতাও পারবে নারে—

বিজয়। আহা রে! ইয়ার্কি হচ্ছে—না?

গীতা। নিধা মাধাই যখন পারলো না, তখন আমি কি করে পেরে উঠবো স্যার?

বিজয়। না-না ঠিক ক'রে লেখো।

গীতা। দূর ছাই! এ আমার ভাল লাগছে না। তার চেয়ে আসুন,—খানিকটা গল্প করি।

বিজয়। তোমার কিচ্ছু হবে না।

গীতা। আমার কিচ্ছু হ'য়েও কাজ নেই। এখন আসুন—খানিকটা গল্প করি।

বিজয়। বল।

গীতা। আচ্ছা বিজয়বাবু, আপনি এত ভাল গান করেন কী ক'রে?

বিজয়। ও সব হচ্ছে সাধনার বিষয়।

গীতা। সাধনা তো আমরাও করতে পারি। আপনার কতদিন লেগেছিল ?

বিজয়। আমার ? ওস্তাদের কাছে যখন যাই সে আজ প্রায় দশ বচ্ছর আগেকার কথা। ওস্তাদজি স্রেফ হারমোনিয়ামের 'সা' পর্দ্দাটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—এখানে ছমাস ধরে গলা ভেড়াও।

গীতা। আপনি ভেড়ালেন ?

বিজয়। হ্যাঁ। যে সে গলা আবার সব সময় ভেড়েনা, সেও আবার ঈশ্বর-দত্ত হওয়া চাই।

গীতা। বা-ব্বাঃ! গান শেখা তাহ'লে দেখছি বেশ কঠিন ব্যাপার!

বিজয়। কঠিন ব্যাপার নয়? এক একটা তান তোলা কি যে সে লোকের কাজ—না, যার তার দ্বারা হয়?

গীতা। আচ্ছা তাহ'লে আমারও তো হবে না স্যার।

বিজয়। তোমার? তোমার অবিশ্যি chance খুব কম। তবে ভরসার মধ্যে তোমার vocal chordটা একটু বলে ভালো। এখন যেমন সাদা সাপ্টা শিখছো তাই শেখো, এরপর দেবো দু' একখানা দামী জিনিষ! দেবো, দেবো!

গীতা। [কপট গাম্ভীর্য্যে] আচ্ছা।

বিজয়। আরে, এই কথা নিয়েই তো স্বপন রায়ের সঙ্গে সেদিন আমার ঝগড়া। বলে কিনা মাঠের জিনিষ ড্রয়িংরুমে কেন? আরে তুই তার বুঝবি কি?

গীতা। স্বপন রায় কে? নামটীত বেশ!

বিজয়। সে একটা অতি বোগাস হামব্যগ ডাক্তার। Fine Arts এ মোটে নেই taste, এদিকে নাম রেখেছে স্বপন,—ব্যাটা কুস্বপন কোথাকার! [গীতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল] হ্যাখো, তুমি এই বদ্ স্বভাবটা ছাড়ো, যখন কেউ seriously কথা কইছে, তখন খিল খিল করে হেসে ওঠার কোন মানে হয় না। চুপ কর!

গীতা। আচ্ছা। [মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি রোধের চেষ্টা করিতে লাগিল]

বিজয়। [উঠিয়া] তুমি বড় careless, তোমার কখনও কিছু হবে না। আচ্ছা এই ব্যাডমিণ্টনের ব্যাটটা এখানে রেখেছ কেন? এটা কী কাজে লাগে?

গীতা। এটা ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট নয় স্যার, এটা টেনিস র‍্যাকেট! র‍্যাকেটকে ব্যাট বলতে নেই।

বিজয়; হ্যাখো! যা জাননা তা' নিয়ে তর্ক করতে এসোনা। র‍্যাকেটকে ব্যাট বলে না?

গীতা। না বলে না। [উঠিয়া দাঁড়াইল]

বিজয়। না না পালালে চলবে না। দুটোর তফাৎ কি বুঝিয়ে দিয়ে যাও। আমাকে অপমান করার মজা আমি দেখাচ্ছি তোমাকে।

গীতা। আমি আপনাকে অপমান করলাম? আপনি নিজে জানেন না কাকে কি বলে,—আর দোষ হ'ল আমার? বা-রে!

বিজয়। আমি কিছু জানিনা? তোমার সাহসতো কম নয়! কি বলবো তুমি স্ত্রীলোক—

(প্রদ্যোতের প্রবেশ)

প্রদ্যোত। এই যে দিব্যি গণ্ডগোল পাকিয়েছ দুটিতে! কি হচ্ছে বিজয়?

বিজয়। দেখ দাদা! আমি আর এখানে আসবোনা!

প্রদ্যোত। কেন? কী হল আবার?

বিজয়। না, হয়নি কিছু! তবে এই মেয়েটির temper ভাল নয়। [গীতা আবার হাসিয়া উঠিল] ওই দেখ, দেখছো? এই সব সহ্য করে আমি যে আজও এখানে আসি দাদা—সে শুধু তোমাকে ভালবাসি বলে। [দ্রুতপদে প্রস্থান]

প্রদ্যোত। ব্যাপার কীরে গীতা?

গীতা। সে আর বোলোনা। এই র‍্যাকেট্‌টাকে উনি বলতে চান ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট, আমি বললাম, না,—এটা টেনিস র‍্যাকেট। ব্যস্ আর যায় কোথায়!

প্রদ্যোত। এরপর থেকে ওকে আর তুই সংশোধন করবার চেষ্টা করিসনি বোন, তাহ'লে ও ঠিক পালাবে। আচ্ছা, গান-টান শেখাচ্ছে তো?

গীতা। হ্যাঁ।

প্রদ্যোত। সব শুদ্ধ কখানা গান শেখা হয়েছে?

গীতা। চার পাঁচখানা হবে বোধ হয়।

প্রদ্যোত। চা-র পাঁ-চখানা? তবে চট্ করে আমায় একখানা গেয়ে শোনা দিকি?

গীতা। আচ্ছা।

(অর্গ্যানে বসিয়া গাহিতে লাগিল)

—গান—

চাঁদের আলো অঝোর ঝরে গো
তোমার লাগি মন যে আমার
কেমন করে গো!
মাঠের পারে নদীর বাঁকে
কোকিল বধূ ডাকছে কাকে
হৃদয় আমার কাঁদছে শুধু
তোমার তরে গো!
নিঠুর প্রিয় যায় যে ফাগুন—

(গানের মাঝখানে চীৎকার করিতে করিতে বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। হচ্ছেনা হচ্ছেনা, পঞ্চমের কাজটা কিস্সু হচ্ছে না! ওটা তুলতে না পারলে গান আর তুমি গেয়োনা।

গীতা। না উঠলে আমি কি করবো?

বিজয়। না উঠলে আমি কি করবো? এদিকে ব্যাট আর টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে গলাতো খুব ওঠে, তখনতো আটকায়না!

প্রদ্যোত। বিজয়, দোহাই তোমার, গানটা আমায় শুনতে দাও ভাই।

বিজয়। যা খুসী হোকগে! ঐ ধাড়ী মেয়ের কখনো গান শেখা হয়? মরুকগে যাক!

(দ্রুতপদে ভিতরে প্রস্থান)

—গীতার গান—

নিঠুর প্রিয়, যায় যে ফাগুন মাধবী নিশা
এমন রাতে কোথায় গেলে মিলিবে দিশা !
সুদূর হতে কোন সুদূরে
বন্ধু তুমি বেড়াও ঘুরে—
জীবন ভরে স্বপন দেখি বিজন ঘরে গো !

প্রদ্যোত। বেশ হয়েছে। এগুলো সব বিজয়েরই লেখা না ?

গীতা। হ্যাঁ।

প্রদ্যোত। চমৎকার লেখা। [নীচে কড়া নাড়ার শব্দ—গীতা উঁকি দিয়া দেখিল]

প্রদ্যোত। হ্যাঁরে ! আমায় ডাকছে কেউ ?

গীতা। বোধ হয়। তুমি একবার নীচে যাও।

(প্রদ্যোতের প্রস্থান। গীতা একটা সেলাই তুলিয়া লইয়া গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে বুনিতে লাগিল। বিজয় প্রবেশ করিল)

বিজয়। আমি বাড়ী চললাম। [গীতা চুপ]

বিজয়। এক ডাকে কি কথা কাণে যায় না ? [গীতা চুপ]

বিজয়। এই !

গীতা। কি ?

বিজয়। আমি বাড়ী চললাম বলছি যে !

গীতা। শুনেছি। আমি তার কি করবো ?

বিজয়। তুমি তার কি করবে ? মানে ? ও ! আবার রাগও আছে দেখছি !

(চুপচাপ। বিজয়ের অলক্ষ্যে গীতা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল)

বিজয়। এ-ই !

গীতা। কী বারে বারে এই এই করছেন ? আমার কি নাম নেই নাকি ?

বিজয়। ওঃ ! যে নামের ছিরি ! ও নাম ধরে আর ডাকে না ! গীতা ! ওকি আবার একটা নাম নাকি ? ওর চেয়ে কঠোপনিষদ, চৈতন্যচরিতামৃত এ সব নামও ঢের শ্রুতিমধুর।

গীতা। আপনার নামটাও দেহ বিবশ করবার মত নয় !

বিজয়। আমার নাম ? বিজয় মানে কি জানো ?

গীতা। কী ?

বিজয়। যা পরাজয় নয়। আমার কাজ হচ্ছে কেবল জয় করা।

গীতা। কি জয় করা ?

বিজয়। কেন ইয়ে—

গীতা। কীয়ে ?

(প্রদ্যোত ও প্রণবের প্রবেশ)

প্রণব। তুমি কি বাড়ী ঘরদোর ছেড়ে আজকাল অজ্ঞাতবাস করছো নাকি ?

প্রদ্যোত। যা বল। প্রায় একরকম তাই।

প্রণব। আর এদিকে আমি তোমাকে গরু খোঁজা করছি !

প্রদ্যোত। তাই নাকি ? গীতা ! বিজয় ! এসো তোমাদের সঙ্গে আমার একটি বাল্যবন্ধুর আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন প্রণব গুপ্ত। দিল্লীতে থাকেন। সম্প্রতি ছুটিতে কোলকাতায় এসেছেন। আর ইনি হচ্ছেন বিজয়—আমার একটি দুর্দান্ত sentimental ভাই, আর এই গীতা—আমার একটি ছোট্ট বোন।

বিজয়। আমাকে কি এখন এখানে থাকতে হবে?

গীতা। না থাকলেও চলে।

বিজয়। হ্যাঁ, আমার একটু কাজ আছে। [প্রস্থান]

প্রদ্যোত। তারপর? দিল্লী থেকে এলি কবে?

প্রণব। দিন কয়েক। কিন্তু হঠাৎ তোমার এই বৈরাগ্যের হেতু?

প্রদ্যোত। বৈরাগ্য কি আর পাঁজি দেখে আসেরে ভাই? এমনি!

গীতা। দাদা, আমি আসছি। [প্রস্থান]

প্রদ্যোত। তুই হঠাৎ কোলকাতায় এলি কি মনে করে—সেই কথা বলনা!

প্রণব। একটি লোকের খোঁজে। তাকে পাবই এ ভরসা আমি করি না। তবে পেলে ভাল হয়।

প্রদ্যোত। লোকটা কে?

প্রণব। লোকটার পরিচয় তো এক কথায় হবে না ভাই। সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। আমার বোনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, অবশ্য Civil Marriage. সে এখানে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তো। কিছুদিন থেকে তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সে যাক্। তুমি আমার সঙ্গে একটু বেরোতে পারবে? তোমার সাহায্য দরকার।

(চা ও জলখাবার লইয়া গীতার প্রবেশ)

প্রণব। সর্ব্বনাশ এত সব কি হবে?

গীতা। কী আবার হবে, খাবেন!

প্রণব। খাবো? বেশ। [খাইতে আরম্ভ করিল]

প্রদ্যোত। গীতা। বিজয় কি চলে গেল নাকি রে?

গীতা। না। ও ঘরে দেখলাম exercise করছেন।

প্রদ্যোত। Exercise করছে। বিজয়! বিজয়!

(বিজয়ের প্রবেশ। তাহার গায়ে গেঞ্জি। দুই হাতে দুইটি মুগুর। সে হাঁপাইতেছিল)

বিজয়। কী?

প্রদ্যোত। তুমি নাকি exercise করছিলে?

বিজয়। হ্যাঁ।

প্রদ্যোত। হঠাৎ এটা আরম্ভ করলে কেন?

বিজয়। সে দিন এ্যালবার্ট হলে একটা লেক্‌চার শুনেছিলাম যে exercise না করলে মানুষ বেশীদিন বাঁচেনা।

গীতা। তা' আপনাকে বেশীদিন বাঁচতেই হবে এমন অনুরোধ কে করেছে?

বিজয়। বাঁচবার জন্য কাউকে বুঝি অনুরোধ করতে হয়? ফাজিল মেয়ে কোথাকার! তোমাকে কে কথা কইতে বলেছে?

গীতা। আপনিই তো বলাচ্ছেন। যত রাজ্যের আজগুবী খবর সব আপনার কাছে।

বিজয়। আজগুবী খবর? Exercise না করলে মানুষ বেশী দিন বাঁচেনা, এটাও তোমার কাছে আজগুবী খবর হ'য়ে গেল? এতো একটা কচি শিশুও জানে!

গীতা। কচি শিশু জানে বলেই বড় মানুষে জানে না। Exercise করলে যদি মানুষ বাঁচতো তাহ'লে ভীম ভবানী মারা যেতোনা।

বিজয়। ভীম ভবানী! বা—বা! তার সঙ্গেও তোমার আলাপ ছিল নাকি? আরে তারতো অসুখ করেছিল—তবেই না?

প্রদ্যোত। তা' যাই বল বিজয়, তোমাদের শরীর চর্চ্চা কিন্তু সত্যিই মানায় না।

বিজয়। কেন মানায় না?

প্রদ্যোত। তোমরা হচ্ছো শিল্পী মানুষ। গান গাও–

গীতা। কবিতা লেখো—লেখেন।

প্রদ্যোত। ও সব ডাম্বেল মুগুর কি তোমাদের মানায়?

বিজয়। না—মানায় না! যখন মুগুর ভাঁজি তখন দেখেছেন কি—একবার চেহারাখানা, কি রকম মানায়?

গীতা। আমি তো দেখেছি!

বিজয়। তোমায় কোন কথা আমি জিগ্যেস করেছি?

প্রদ্যোত। না, না, আমি সে মানানোর কথা বলছিনে। তোমরা কর Fine Arts এর culture, শরীর চর্চ্চা কি তোমাদের সাজে? তোমাদের হাতে মানায় বেশ সাদা ধবধবে বকের পালকের কলম—

গীতা। কিম্বা বেশ কচি তাজা বাঁশের বাঁশী—

বিজয়। না, না, ও সব ঝিমিয়ে পড়া মেয়েলিপনা আমি মোটে বরদাস্ত করতে পারিনে। ইচ্ছে হ'ল দুটো কবিতা লিখলাম, চারটে গান গাইলাম, সখ হ'ল গোটা পঞ্চাশ ডন বৈঠক দিলাম, কি দু' পাঁচ মাইল সাইকেলে ক'রে ঘুরে এলাম—এইত জীবন!

গীতা। না স্যার, মোটেই মিল হ'ল না!

বিজয়। থাক—মিলে আর আমার কাজ নেই। মিল হ'লে কি তোমার মত ছাত্রী আমার বরাতে জোটে?

(বিজয়ের প্রস্থান। তাহার পিছনে পিছনে গীতাও ভিতরে গেল)

প্রণব। বাঃ! মানুষটি বেশ সরল তো!

প্রদ্যোত। হ্যাঁ, এবং ইঞ্চিখানেক পাগল!

প্রণব। বেশ আছিস্ দেখছি এদের নিয়ে! এখন চল্ আমায় কাজের একটু সাহায্য করবি।

প্রদ্যোত। আজই যেতে হবে? আজ থাক্না। আর একদিন গেলেই হবে।

প্রণব। আমি তো আর তোমার মত কোলকাতায় থাকিনে। আমায় দু'এক দিনের মধ্যেই চলে যেতে হবে। চল—

প্রদ্যোত। আচ্ছা; তবে এক সেকেণ্ড দাঁড়া, আমি চট্ ক'রে গীতাকে একবার বলে আসি। [প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ] বিজয়টাও চলে গেল এ সময়—চল।

(উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে গীতা ঘরে ঢুকিয়া অর্গ্যানে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া একটা নতুন গান তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

নেপথ্যে। ভেতরে আসতে পারি?

গীতা। [উঠিয়া] আসুন—আসুন আর ভদ্রতা করতে হবে না। কোথায় গেছলেন হঠাৎ?

(স্বপন রায়ের প্রবেশ)

গীতা। [থমকিয়া গেল] ও! আমি মনে করেছিলাম আপনি বিজয় বাবু!

স্বপন। না, আমি বিজয় বাবু নই।

গীতা। কাকে চাচ্ছেন আপনি?

স্বপন। প্রদ্যোত বোসকে। আছেন?

গীতা। তিনি এই মাত্র বেরুলেন।

স্বপন। ও! তাহ'লে একটু বসি।

গীতা। [ইতস্ততঃ করিয়া] বসুন।

স্বপন। [বসিবার পর] তোমার নামই বুঝি গীতা ?

গীতা। হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

স্বপন। না, এমনি বলছিলাম। তোমার নামটা আমি জানি কিনা অনেকদিন থেকেই।

গীতা। দাদা বুঝি আপনার বন্ধু ?

স্বপন। দাদা! ও! প্রদ্যোতকে তুমি দাদা বল বুঝি ?

গীতা। শুধু বলিনে, তিনি সত্যিই আমার দাদা।

স্বপন। বেশ, বেশ। এইতো দরকার! সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব সংসারে বড় দুর্ল্লভ। তা'—বিজয় কি আর আসেনা নাকি ?

গীতা। হ্যাঁ। আসেন বই কি, রোজই আসেন! এইতো একটু আগে চলে গেলেন। তিনি আমায় গান শেখান কিনা।

স্বপন। বটে ? আচ্ছা—অনেকদিন দেখা হয়নি, প্রদ্যোতের সেই পুরাণো স্বভাবটা গেছে কিনা বলতে পার ?

গীতা। কোন পুরাণো স্বভাবের কথা বলছেন আপনি ?

স্বপন। এই মদ খাওয়া-টাওয়া—

গীতা। ম-দ! দাদা কি মদ খান নাকি ?

স্বপন। নাকি নয়, দস্তুর মত খান! আর ওই বিজয়! ওর সঙ্গ ছাড়াবার জন্য প্রদ্যোতকে কি আমি কম অনুরোধ করেছি ? নাঃ! কিছুতেই না! কি চোখেই যে ওকে দেখেছে! যেখানে যাবে—সেখানে বিজয়কে না নিয়ে গেলে ওর চলবেইনা। অথচ আমি তো জানি ওর আগেকার সমস্ত কাহিনী!

গীতা। কাহিনী। কি কাহিনী ?

স্বপন। হ্যাঁ, তাকে কাহিনীই বলতে হবে বৈকি!

গীতা। আমাকে বলতে আপনার কোন বাধা আছে কি?

স্বপন। বাধা আর কি? তবে কি জান? তোমার একটা ধারণার ওপর—মানে—

গীতা। না—আপনি বলুন!

স্বপন। আজও অপর্ণার কাছে—

গীতা। অপর্ণা কে?

স্বপন। That's a tragedy,—simple story—বিজয় তাকে শেখাতে যেতো গান, হ'ল অন্তরঙ্গতা—, এর পরের ঘটনাগুলো আর তুমি শুনতে চেয়োনা।

গীতা। আপনার কথা মিথ্যে। এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করবোনা।

স্বপন। অপ্রিয় সত্য চিরকালই অপ্রিয় সত্য। সে যাক্—একটা কথা তোমায় জিগ্যেস করি। গেল বার All India Exhibition এর Beauty Prize কি তুমিই পেয়েছিলে? [গীতা মাথা নাড়িল] পাওনি—না? তোমাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমিই বুঝি সেই—! বাস্তবিক—আশ্চর্য্য তোমার রূপ! [গীতা তীব্র দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে চাহিতেই] তুমি আমার ছোট বোনের মত! কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য—মানে কি বলবো—splendid! তুমি যে ঘরে যাবে, সে ঘর হবে পৃথিবীর তীর্থস্থান!

(এমন সময় ফোন বাজিয়া উঠিল। গীতা গিয়া রিসিভার ধরিল)

গীতা। কে? যতীন! প্রদ্যোত বাবুর বাড়ীর চাকর? অসুখ? কার? ও-! আচ্ছা—আচ্ছা! [রিসিভার রাখিয়া দিল]

স্বপন। কি বলছে যতীন ?

গীতা। বৌদি হঠাৎ ফিট্ হ'য়ে পড়েছেন।

স্বপন। আর প্রদ্যোত বাড়ীতে নেই ? আশ্চর্য্য ! কি irresponsible husband ! এ রকম লোক বিয়ে করে কেন আমায় বলতে পার ? আচ্ছা আমি তাহ'লে আসি ?

গীতা। আপনি ? আপনি কোথায় যাবেন ?

স্বপন। That lady must be saved ! I can't let her die like this ! প্রদ্যোতকে এই কথা বলতেই আজ আমি এখানে এসেছিলাম। আচ্ছা—চলি।

গীতা। শুনুন। আপনি বিজয় বাবুর সম্বন্ধে যা বললেন একি সব সত্যি ?

স্বপন। আমার কথা মিথ্যা হ'লে আমি খুসী হতাম। কিন্তু তুমি যেন জগতে অপর্ণা রায়ের সংখ্যা আর বাড়িও না।

গীতা। আপনার নাম—আপনার নামটা বলে যান আমাকে !

স্বপন। আমার নাম ? আমার নাম ডক্টর তাপহরণ রায়।

(প্রস্থান। গীতা অভিভূতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা নামিয়া আসিল।)

মেঘাড়ম্বর

[প্রদ্যোতের বাড়ীতে]

(সন্ধ্যা। অণিমা একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় বই পড়িতেছে। তাহাকে বেশ রোগা দেখাইতেছে। পাড়ার মেয়ে আরতি প্রবেশ করিল। এই কুমারী মেয়েটি অণিমার অসুখের সময় প্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছে)

আরতি। দিদি!

অণিমা। আয় আরতি!

আরতি। আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ এ ঘরে উঠে আসাটা তোমার কিন্তু সত্যিই উচিত হয়নি দিদি! যদি মাথা ঘুরে পড়ে যেতে!

অণিমা। মাথা আমার অত সহজে ঘোরেনা আরতি!

আরতি। না ঘোরেনা!

অণিমা। তবু ভাগ্যিস্ তুই এসে পড়েছিলি অসুখের সময়টায়, নইলে কী যে হ'ত—

আরতি। কী আবার হ'ত? ও তোমার বিজয় বাবু একাই একশো দিদি! মানুষকে আপন ক'রে নিতে ওঁর আর জুড়ি মেলে না।

অণিমা। কেন? এর মধ্যে তোকেও সে আপন ক'রে নিয়েছে নাকি?

আরতি। যাও! ডাক্তার বাবু আমাকে কি বলে গেছেন জানো দিদি?

অণিমা। কী?

আরতি। বলেছেন, যেমন ক'রে পারেন ওঁকে অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করবেন

অণিমা। তুই আমাকে অন্যমনস্ক করতে চাস এই কথা তো ?

আরতি। হ্যাঁ।

অণিমা। আচ্ছা তবে একটা গান গা !

আরতি। রাজী আছি। কি গাইবো বল ?

অণিমা। একটা কীর্ত্তন গা।

— আরতির গান —

ধূলাতে শয়ন পাতি কাটিল বিরহ রাতি
শ্রীরাধার চোখে বারিধার
মলিন মিলন মালা শিয়রে প্রদীপ জ্বালা
ক্ষণে ক্ষণে চাহে চারিধার।
কাঁদিতেছে বিরহিণী রাই
নয়নেতে অবিরল ঝর ঝর ঝরে জল
মুখে বলে কোথায় কানাই !

রাই যে কাঁদে
শ্যাম সোহাগিনী রাই যে কাঁদে
প্রিয়-সুখ-ভাগী রাই যে কাঁদে
চির সে অভাগী রাই যে কাঁদে
শিথান লইয়া বাহুতে বাঁধে
পথ চেয়ে চেয়ে রাই যে কাঁদে।

ভোরের দখিনা বায় দুয়ারে কাঁদিয়া যায়
শুক সারী মুখে নাহি বাণী
গোপনে গোপিনীদল মুছিল চোখের জল
দশদিশি আজি অভিমানী।

সকলে ডাকিছে জাগো !
ভোর হ'ল সখি জাগো !
বৃথাই তোমার যামিনী যাপন
শ্যামতো আসিবে নাগো
জা-গো সখি জা-গো !
বাসক শয়ন পরে পশিল সে সুর
উঠিয়া বসিল রাধা বিরহ বিধুর
কণ্ঠের মালাখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল টানি
মুছি দিল চন্দন-রাগ
প্রদীপ নিভায়ে ফুঁয়ে লুটায়ে পড়িল ভুঁয়ে
দ্বিগুণিত হল অনুরাগ।

(স্বপনের প্রবেশ)

স্বপন। Good Evening Mrs. Bose !

অণিমা। Good Evening Dr. Roy !

স্বপন। Good Evening আরতি দেবী

আরতি। Evening Sir !

স্বপন। [বসিয়া] আমাদের দেশে একটা প্রাচীন চলিত কথা আছে, রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী। কথাটাকে আমি অতি-শয়োক্তি বলেই এতকাল মনে ক'রে এসেছি। আজ দেখছি নিতান্ত বাজে কথা সেটা নয়।

অণিমা। কাকে দেখে আপনার এ কথা মনে হ'ল মিঃ রায় !

স্বপন। আরতি দেবীকে দেখে। সত্যিই উনি রূপে আর গুণে লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

আরতি। দিদি এখন তবে আমি যাই! অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, কাল আসবো। [প্রস্থান]

স্বপন। আজকে কেমন আছেন অণিমা দেবী ?

অণিমা। ভালই। অনেক কষ্ট আপনাদের দিয়ে এবারে আমি বেঁচে উঠলাম। কি বলেন ?

স্বপন। বাস্তবিক এ-কদিন আপনি এমনি ভাবিয়ে তুলেছিলেন !

অণিমা। আচ্ছা! আমার কি হয়েছিল ডাক্তার বাবু ?

স্বপন। একে বলা যেতে পারে Cardiac Neurosis অর্থাৎ একটা heartএর কোন organic defect নয়, একটা functional trouble মাত্র। আপনার nerveগুলোই এর জন্য দায়ী। দেখুন আপনি brainএর কাজ একদম করবেন না। এমনকি পড়াশুনা বাদ দিলেও ভাল হয়।

অণিমা। পড়াও বাদ দিতে বলছেন ? কিন্তু অতখানি নিষ্ঠুর বোধহয় আপনার না হ'লেও চলত।

স্বপন। নিষ্ঠুর! আপনি কি ক'রে জানবেন অনিমা দেবী, যে আজ নিষ্ঠুর হওয়া আমার পক্ষে কতখানি দরকার ? আপনার সম্বন্ধে মানে—আমি কি করে বোঝাব ? তবে এটা নিশ্চয় জানি যে—আমি যদি আজ নিষ্ঠুর না হই তবে আপনাকে আমি—মানে—আমরা হারাব।

(স্বপন ও অণিমার কথাবার্ত্তার মাঝে প্রফেসর ঘোষের প্রবেশ)

অতুল। তারপর স্বপনবাবু! আছো কেমন ?

স্বপন। একি! দাদু ? আপনি আজও বেঁচে আছেন ?

অতুল। Unfortunately আজও বেঁচে আছি। তারপর তোমার খবর কি ?

স্বপন। কিন্তু আমি শুনেছিলাম—মানে বিলেতে খবর পেয়েছিলাম—

অতুল। আমি ভবলীলা সাঙ্গ করেছি? না এখনও ধর্ম্মরাজ ডাক দেন নি। তা তুমি তো শুনতে পাই প্রায়ই এ বাড়ীতে যাতায়াত কর!

স্বপন। হ্যাঁ। রুগী টুগী নিয়ে বড়ই ব্যস্ত আছি।

অতুল। রুগী-টুগী! রুগী বুঝি। টুগীটা কি বলত?

অণিমা। মিঃ রায়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ দাদু?

অতুল। অনেক দিন। আহা! "তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল"। মীরাটে স্বপন যখন প্রদ্যোতের সঙ্গে খেলা করত, তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। দাদুর প্রতি স্বপনের তখন কী আকর্ষণই না ছিল।

স্বপন। সে কি কথা! আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ—সে কি সহজে মোছবার দাদু? যতদিন বাঁচবো—মানে চিরকালই আমার মনে থাকবে সে কথা। লণ্ডনে গিয়ে আপনার চেহারার সঙ্গে মিল আছে এমন লোক দেখলেই আপনাকে আমার মনে পড়ে যেত।

অতুল। হায় ভগবান! এদেশে আমাকে মনে পড়বার মত একটা লোকও তুমি দেখতে পেলে না? চেহারা আমার মিললো গিয়ে শেষকালে কিনা সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার লণ্ডনে! শুনছো নাতবৌ।

স্বপন। (চঞ্চল হইয়া) ছি ছি দাদু, আপনি কিনা শেষকালে একজন মহিলার কাছে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছেন?

অতুল। সে বিষয়েও যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ভাই! জানো নাত-বৌ, স্বপনটা এমন অদ্ভুত স্বভাবের ছিল। মিথ্যাকে গুছিয়ে

সত্যের মত ক'রে বলতে ওর মত আর একটি ছেলেও ছিল না। একেবারে পাকা আর্টিষ্ট। কিন্তু যাক্ এসব অতীতের কাহিনী। প্রদ্যোত কোথায় ?

অণিমা। তিনি এখনও বাড়ী ফেরেননি।

অতুল। সে কি ! তিনি এখনো বাড়ী ফেরেন নি আর তোমরা দুজনে নিশ্চিন্তে বসে গল্প করছো !

অণিমা। নইলে আর কি করতে পারি বলুন ?

অতুল। না না এটা ভাল নয়। স্বামী বাড়ীতে নেই, অথচ স্বামীর বন্ধু সহজ ভাবে বাড়ীতে আসা যাওয়া গল্পগুজব করছে—তুমি না বুঝতে পার, স্বপনের এটা বোঝা উচিত ছিল ! তোমার শ্বশুর, দাদাশ্বশুর একথা শুনলে কী মনে করবেন বল দেখি ?

স্বপন। আমিত এতক্ষণ ওঁকে সেই কথাই বোঝাচ্ছিলুম দাদু ! মানে প্রদ্যোত যে দিন দিন তার নিজের সংসার থেকে ধীরে ধীরে aloof হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি।

অতুল। লক্ষ্য করেছো অথচ তার প্রতিকার করোনি ?

স্বপন। প্রতিকার করবার শক্তি আমাদের হাতে কতটুকু রয়েছে দাদু ?

অতুল। অনেক রয়েছে। তুমি এখানে আসা বন্ধ ক'রে দাও দেখি, দেখবে everything is O. K. দিন কতক মনোযোগ দিয়ে অন্য রোগীর চিকিৎসা কর। Or rather Physician ! heal thyself,—দিন কতক নিজের চিকিৎসা কর।

স্বপন। কিন্তু আমার না আসার মধ্যে—

অতুল। হ্যাঁ স্বপন, তোমারই না আসার মধ্যে রয়েছে এদের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ! তুমি পারবে বন্ধ করতে এখানে আসা ?

স্বপন। আমি—অবিশ্যি—মানে—

অতুল। ওসব মানে টানে নয়—মানে টানে নয়! তোমাকে এখুনি উঠতে হবে।

অণিমা। উনি এখন আমার চিকিৎসা করছেন—

অতুল। আমার একজন পুরাণো M. D, ডাক্তার বন্ধু আছেন, তিনি তোমার চিকিৎসা করবেন।

স্বপন। এসব ব্যাপার নিয়ে আপনি ঠাট্টা করেন দাদু?

অতুল। আমি ঠাট্টা করছি একথা তোমায় কে বললে? ওঠ চল—আমার সঙ্গে চল!

স্বপন। আপনার সঙ্গে যাব! মানে?

অতুল। হ্যাঁ আমার সঙ্গেই যাবে। চল তোমায় একটা ভাল case দেব। [নিম্নস্বরে] A new attraction! চল—চল—

স্বপন। দেখুন দাদু! আপনি যা মনে করছেন তা নয়। মানে consultationএর জন্য ডক্টর গুপ্তকে খবর দিয়েছি। তার জন্য half an hour আমাকে wait করতেই হবে।

অতুল। ও। তা হ'লে থাকো! আমায় এখুনি বেরুতে হবে। নাত-বৌ, মনে রেখো জীবন স্বপন নয়! Life is real—life is earnest!

(প্রস্থান)

স্বপন। দেখছেন অণিমা দেবী! এই সব বৃদ্ধেরা কি রকম antiquated! নরনারীর modern relation সম্বন্ধে এঁদের কোন ideaই নেই। পরশুদিন এই নিয়ে প্রদ্যোতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

অণিমা। তারপর?

স্বপন। তাকে এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুদ্বিগ্ন দেখলাম। মানে এসব ব্যাপারে যা হ'য়ে থাকে আর কি! সে যাকগে—এ নিয়ে আপনি আর ভাববেন না।

অণিমা। না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুনতো মিঃ রায়! স্ত্রীর অসুখে স্বামী উদাসীন থাকতে পারে এ রকম ঘটনা আপনি আর দেখেছেন?

স্বপন। জীবনের গতিই হচ্ছে এই অণিমা দেবী। এক মুহূর্ত্তের মোহ মানুষের জীবনে যে কতখানি পরিবর্ত্তন আনতে পারে সে তো জানেন! তবু সেটা মোহ বলেই ক্ষমা করা উচিত নয়।

অণিমা। কিন্তু মানুষের মনের ওপরতো কারুর হাত নেই মিঃ রায়!

স্বপন। ঠিক কথা। কিন্তু সেই অদৃশ্য মানব মনের কাজ বুকে ব্যথাওতো কম দেয় না অণিমা দেবী! আপনিতো জানেন প্রদ্যোতের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমাকে কতখানি জড়িয়ে পড়তে হয়েছে আপনাদের সংসারে!

অণিমা। সে তো দেখতেই পাচ্ছি মিঃ রায়!

স্বপন। আমার practice তো একরকম বন্ধই করতে হয়েছে। সব সময়েই মনে হয় আপনার কথা,—মানে আপনার উপর উপেক্ষার কথা—লাঞ্ছনার কথা!

অণিমা। আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না। আমার মনের এই অবস্থায় আপনার বন্ধুত্বই আমার একমাত্র অবলম্বন।

স্বপন। তাইতো হয় অণিমা দেবী! শ্রাবণের তমসা-ম্লান দিনের সান্ত্বনা তখনই, যখন ওঠে রঙীন ইন্দ্রধনু। আকাশের সমস্ত কালোকে লজ্জা দেয় যার সাতটি বর্ণচ্ছটা।

অণিমা। চমৎকার বলেছেনতো মিঃ রায়! আপনার ডাক্তারী শাস্ত্রের অন্তরালে এত কাব্য কি করে সম্ভব হল?

স্বপন। তার উৎসতো আপনিই অণিমা দেবী! আমার মনে থাকে না বাইরের কোন কোলাহল আপনার কাছে এসে। আমি —আমি আপনাকে ভালবাসি অণিমা দেবী!

[অণিমা চমকাইয়া উঠিল]

আমার এই প্রেম অন্তঃশীলা নদীর মত। স্রোতের ধারাটি ▬ থাকে লক্ষ্যের বাইরে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বেগ দুর্ব্বল করে আনে নদীর দুই তীর। আমারও হয়েছে ঠিক তাই! আমার এই প্রেম কোনদিন কি আপনার চোখে পড়েছে অণিমা দেবী— [হাত ধরিল]

(হঠাৎ বাহির হইতে প্রদ্যোত সে ঘরে প্রবেশ করিল)

প্রদ্যোত। Oh I am sorry.

স্বপন। [হাত ছাড়িয়া] একি! চলে যাচ্ছিস নাকি?

প্রদ্যোৎ। হ্যাঁ!

(ভিতরে চলিয়া গেল)

স্বপন। ইয়ে—শোন্‌না—অণিমা দেবী আজ ভাল আছেন।

নেপথ্যে প্রদ্যোত। বিজয়! বিজয়!

স্বপন। দেখলেন অণিমা দেবী দেখলেন? আপনার সম্বন্ধে কোন কথা শুনতেও প্রদ্যোত আজকাল ঘৃণা বোধ করে।

অণিমা। আপনি দেখুন মিঃ রায়। আমি জানি।

স্বপন। কিন্তু এমনি ভাবে অপমান করবার ওর কী অধিকার আছে বলুন তো?

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। দিদি! কেমন আছ আজকে?

অণিমা। ভালই আছি ভাই। তুমি এ কদিন আসনি কেন বিজয়?

বিজয়। কেন এসেছিলাম তো! তুমি অজ্ঞান হ'য়ে ছিলে কিনা, তাই জানতে পারোনি। আমি রোজ এসে তোমাকে দেখে গেছি।

অণিমা। তাই নাকি?

বিজয়। হ্যাঁ! কেন ডাক্তার বাবু তো সবই জানেন! উনিতো চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার বিছানার কাছে বসে থাকতেন!

অণিমা। ওঁর ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারবো না বিজয়! উনি আমার জীবন-দাতা।

স্বপন। ওহে বিজয়! তুমি একবার তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কোরো—তিনি যেন তোমায় খুঁজছিলেন বলে মনে হ'ল।

বিজয়। হ্যাঁ দিদি, দাদা আমায় খুঁজছিলেন?

স্বপন। কেন আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হ'ল না?

বিজয়। কি বলছিলেন দিদি? দাদা কি এখন বাড়ীতেই রয়েছেন?

স্বপন। দেখ বিজয়! একজন কোন প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়াটা হচ্ছে 'এটিকেট'—বুঝলে?

বিজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝলাম বৈকি! এটিকেটের সার্‌মন্ না হয় আর একদিন দেবেন!

স্বপন। কালচার জিনিষটা তোমার মধ্যে অত্যন্ত অভাব—

বিজয়। কালচারের কথা না হয় কাল শুনবো! এতো ভ্যালা মুস্কিলে পড়লাম! এলাম দিদির সঙ্গে কথা কইতে—!

অণিমা। ছি বিজয়! স্বপন বাবু মান্যে, বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়! তাঁর সঙ্গে কি অমন করে কথা কয়?

বিজয়। আচ্ছা বেশ মাপ চাইছি। [হাত যোড় করিয়া] শুনছেন মশায়! মাপ করুন!

স্বপন। আমি তবে এখন যাই অণিমা দেবী—গোটা কয়েক রুগীও আবার—

অণিমা। আচ্ছা।

(স্বপনের প্রস্থান)

বিজয়। ওহো বড্ড ভুলে গিয়েছিলাম দিদি—দাদা বলেছিলেন তোমায় চেঞ্জে যেতে—

অণিমা। কেন? আমার চেঞ্জে যাওয়ার দরকার আছে নাকি?

বিজয়। দরকার নেই? তুমি বলো কি দিদি! এইত মানুষের চেঞ্জে যাওয়ার সময়! দেওঘর,—গিরিডি—আলমোড়া—নৈনিতাল

অণিমা। বিজয় তোমার দাদাকে বলো যে আমি চেঞ্জে যাবো।

বিজয়। আচ্ছা বলবো।

অণিমা। আর তাঁকে একথাও বলে দিও যে, আমার যাওয়া দরকার বলেই আমি যাব না—আমার না গেলে চলবে না জেনেই আমি যাবো।

বিজয়। না গেলে চলবে না, এতো ঠিক কথা দিদি। এই অল্প বয়সে যদি তুমি invalid হয়ে পড়—

অণিমা। চেঞ্জ! কবে তিনি তোমাকে একথা বল্লেন?

বিজয়। কাল বল্লেন গীতাদের বাড়ীতে।

অণিমা। গীতাদের বাড়ী! তুমিও আজকাল সেখানে যাচ্ছ নাকি?

বিজয়। হ্যাঁ আমি যে তাকে গান শেখাই!

অণিমা। তুমি তাকে গান শেখাও!—ও! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি একজন গীত-শিল্পী, সংসারে তোমাকেও অনেকের

দরকার হতে পারে। তা' কত দিন থেকে এই গান শেখাবার ভাণ করছো তুমি?

বিজয়। ভাণ করছি কি রকম? আর একথা এত চটেমটেই বা তুমি বলছ কেন?

অণিমা। জগতে গীতার হিতাকাঙ্ক্ষী এতোগুলো লোক ছিল তা জানতাম না। বাঃ! [চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া] ভাল কথা,—তোমাদের সেই গীতা-সতী দেখতে কেমন বিজয়?

বিজয়। খুবই ভাল দেখতে। কিন্তু গীতা-সতী, হিতাকাঙ্ক্ষী—এসব কথা তুমি বলছ কেন দিদি? তার বাপ মারা গেছে বলেই না—

অণিমা। চুপ কর। আমি ছেলে মানুষ নই। সংসারে বাপ সকলেরই থাকে, সকলেরই একদিন না একদিন মারা যায়—কিন্তু তারা সবাই তোমাদের মত এমন অনাথ-প্রতিপালকের খোঁজ করে না। (প্রস্থান)

বিজয়। ব্যাপার কি? সব গোলক-ধাঁধার মত লাগছে! দাদাই দিদির মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। তারপর জুটেছে এক অকাল কুষ্মাণ্ড ডাক্তার, দিন রাত দিদির কাণের কাছে কি যে সাপের মন্তর আওড়াচ্ছে—

(বেবীর প্রবেশ)

বেবী। বিজয় বাবু! মিঃ রায় চলে গেছেন?

বিজয়। হ্যাঁ।

বেবী। আপনি kindly একবার ডেকে আনুন তো!

বিজয়। মাপ করবেন, আপনি দয়া করে বরং যতীনকে পাঠান।

বেবী। না, আমি ইচ্ছে করছি, আপনি যান।

বিজয়। আপনি ইচ্ছে করলেই আমি যাব নাকি ?

বেবী। হ্যাঁ, তাই যাবেন।

বিজয়। হ্যাঁ তাই যাবেন ? না হয় "যাওয়া উচিত" বলুন !

বেবী। No, no, no—আপনি নিশ্চয় যাবেন।

বিজয়। মানে ! আমি যাবো না।

বেবী। কেন যাবেন না ? আপনি কী করছেন এখানে ?

বিজয়। কিছুই করছি না, কিন্তু আমি যাবো না।

বেবী। ও ! আপনি আমার অনুরোধ রাখলেন না—একথা আমার মনে থাকবে।

বিজয়। থাক্।

বেবী। এর জন্য আপনাকে পরে কিন্তু অনুতাপ করতে হবে।

বিজয়। পরে কেন ? আমি এখনই অনুতাপ করতে রাজি আছি—কিন্তু না গিয়ে।

বেবী। আপনার আরও কিছু লেখা-পড়া শেখা উচিত ছিল। যা শিখেছেন তা যথেষ্ট নয়। কী বলবো ! আজ আমার মেজাজটা নেহাৎ ভাল আছে তাই। নইলে আপনাকে দু-চারটে কথা শোনাতুম।

বিজয়। বাস্তবিক একেবারে কিছুই শোনালেন না ! প্রাণে বড় দুঃখ রয়ে গেল ! যাক্—ডাক্তার বাবুতো দিদিকে দেখে গেলেন, আবার অসুখটা হ'ল কার ?

বেবী। অসুখ নয়। ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার সাইকো-অ্যানালিসিস্ সম্বন্ধে একটু তর্ক আছে।

বিজয়। সাইকো—

বেবী। এনালিসিস্। মানে মনঃ-সমীক্ষা।

বিজয়। যাক্ বুঝেছি। আপনি ইংরাজীটাই আর একবার বলুন বাংলাটা কিছু বোঝা গেল না।

বেবী। চেয়ারটায় বসুন, বুঝিয়ে বলছি। কতকগুলো অসুখ আছে যেগুলো medicineএ কিছু করতে পারে না।

বিজয়। কিসে পারে ?

বেবী। রোগীর মনের অবস্থা বুঝে, তার চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া, শোয়া ঘুমানো সব বদলে দিতে হয়। কিন্তু ডক্টর রায় বলেন ওটা ফাঁকি। আচ্ছা, আপনি কী বলেন ?

বিজয়। আমি ? আমি বলি রুগীবিশেষে ও চিকিৎসা প্রযোজ্য।

বেবী। যথা—

বিজয়। বসুন ঐ চেয়ারটায়, বুঝিয়ে বলছি।

বেবী। (বসিয়া) বলুন !

বিজয়। মনে করুন—আপনাকে যদি এখন সারাতে হয়—

বেবী। আমাকে সারাতে হয় !

বিজয়। হ্যাঁ। আপনার যে ভেতরে ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর রোগ হয়েছে, আপনি তা জানেন না।

বেবী। আমার রোগ হয়েছে ?

বিজয়। এই যে আজও আপনি বিয়ে করেন নি,—কলেজে পড়ছেন, —এ একটা রোগ। গান বোঝেন না, মোটা মোটা বই পড়েন —সংসারের কিছু করেন না, পুরুষ সঙ্গী না নিয়ে একা একা ধিঙ্গীর মত ট্রামে বাসে ঘুরে বেড়ান। এটা একটা রোগ !

বেবী। Rot ! (প্রস্থান)

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। এখানে কি অণিমা বোস থাকেন ?

বিজয়। থাকেন মানে ? এটা তো তাঁরই বাড়ী।

অপর্ণা। আমিও তো তাই বলছি।

বিজয়। কই আর তা বলছেন ! আছেন কি না জিগ্যেস করলেই হয় ! থাকেন থাকেন করবার মানে কি ?

(প্রস্থান)

অপর্ণা। I see.

(যতীনের প্রবেশ)

যতীন। আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

অপর্ণা। আমি ? তুমি কে ?

যতীন। আমি এ বাড়ীর চাকর, আমার নাম যতীন।

অপর্ণা। তুমি কি একবার তোমাদের গিন্নিমাকে ডেকে দিতে পারবে ?

যতীন। কেন পারবোনা ? আপনি একটু বসুন।

(যতীনের প্রস্থান)

অণিমা। কাকে চাচ্ছেন ?

অপর্ণা। আপনাকেই !

অণিমা। আরে ! অপর্ণা যে ! ও ! কতদিন পরে দেখা বলতো !

অপর্ণা। হুঁ। After an age.

অণিমা। সত্যি ! প্রথমে দেখে আমি তোকে চিন্‌তেই পারিনি। তারপর ? ভাল আছিস্ ?

অপর্ণা। হুঁ।

অণিমা। বিয়ে করেছিস দেখছি !

অপর্ণা। হ্যাঁ। হিঁদুর মেয়ে এতদিন বিয়ে করিনি কিরে ? জাত যাবেনা ?

অণিমা। তাই বটে। তারপর হঠাৎ এলি যে ?

অপর্ণা। মনে করছি তোর এখানে কয়েকদিন থাকবো।

অণিমা। বেশতো !

অপর্ণা। তা মিঃ বোসের আপত্তি হবেনাতো ভাই ?

অণিমা। মিঃ বোস ! না, তাঁর আপত্তি হবেনা। তাছাড়া তাঁর আপত্তির মূল্যই বা কি ?

অপর্ণা। বলিস কি রে ! তাঁর আপত্তির মূল্য নেই ? তাহ'লে আছিস ভাল বল !

অণিমা। হ্যাঁ খুব ভাল। কিন্তু চল্ ভেতরে চল্।

(উভয়ের প্রস্থান)

(একটু পরে প্রদ্যোত ও বিজয়ের প্রবেশ)

প্রদ্যোত। তারপর ?

বিজয়। হঠাৎ, এমনি চটে উঠলেন যে ভয়ে আর আমি কিছু বলতে পারলামনা।

প্রদ্যোত। না পারবারই কথা বটে। গীতার সম্বন্ধে অনেক কথাই উনি এখন জানবার চেষ্টা করবেন। চেঞ্জে যাবেন বল্লেন ?

বিজয়। বোধ হয়।

প্রদ্যোত। বোধ হয় ? তাহ'লে তুমি অনুমান করছো ? ভাখ বিজয় ! আজকে তোমাকে একটা ছোট্ট উপদেশ দিই। মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও কিছু অনুমান কোরোনা—ঠকবে।

বিজয়। কি বলছো দাদা ?

প্রদ্যোত। ঠিকই বলছি ভাই। তুমি এখনও ছেলে মানুষ বিজয় ! এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর সব কিছু জানতে যেওনা—মারা পড়বে। যেমন জটিল এর জীবন, তেমনি দুর্বোধ্য এর রহস্য। হ্যাঁ ভাল কথা। কে একজন তাপহরণ রায় গীতার কাছে তোমার আর আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে এসেছে।

বিজয়। আমার সম্বন্ধে! কিন্তু কই আমি তো—

প্রদ্যোত। জানতে পারোনি? কিন্তু এটা ভুলছো কেন যে তুমি জানতে পারলে গীতার জানা হ'তনা! সে বলে এসেছে অপর্ণা নামে একটি অ-ভদ্র মেয়ের তুমি নাকি প্রতিপালক —আমি নাকি মদ খাই ইত্যাদি।

বিজয়। না, এ হ'তেই পারে না। আমি বলছি দাদা এ false!

প্রদ্যোত। কিন্তু গীতাতো false নয়! সেই যে আমাকে এ কথা বললে।

বিজয়। আমি এখনি একবার যাবো দাদা?

প্রদ্যোত। না, কাল যেও।

বিজয়। আচ্ছা তবে কালই যাব। আমি এখন মেসে চল্লাম। মোদ্দা তুমি একবার দিদির সঙ্গে আজ দেখা কোরো দাদা

(প্রস্থান)

প্রদ্যোত। যতীন!

(যতীনের প্রবেশ)

আমি ওপরে রইলাম। আমার একটি বন্ধুর আসবার কথা আছে, যদি আসেন, তবে খবর দিস! কীরে! কিছু বলবি আমাকে?

যতীন। হ্যাঁ। আপনি আবার কবে থেকে রাত্তিতে বাড়ীতে থাকবেন বাবু?

প্রদ্যোত। কেন বল্ দিকি?

যতীন। আপনি বাড়ীতে থাকেন না—এদিকে বৌদিমণি রোজ রাত্তিরে কাঁদেন।

প্রদ্যোত। কাঁদে! কাঁদে কীরে!

যতীন। আমি কি মিথ্যে বলছি বাবু? রোজ রাত্তিরে স্পষ্ট পাশের ঘর থেকে শুনতে পাই—বৌদিমণি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন

আমি একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম—তাতে তিনি বল্লেন, তুই ভুল শুনেছিস যতীন!

প্রস্তোত। ও! আচ্ছা যা তুই। আর ছাখ, তাকে একবার বলিস—না থাক, যা তুই।

যতীন। বৌদিমণিকে কিছু বলবো?

প্রস্তোত। বলবি? আচ্ছা তবে বলিস যে আমি তাকে একবার ডেকেছি।

যতীন। আচ্ছা। [প্রস্থান]

প্রস্তোত। কাঁদে! কি জানি। [প্রস্থান]

(অণিমা ও অপর্ণার প্রবেশ)

অণিমা। তারপর কি হ'ল?

অপর্ণা। আর কি হবে? বিয়ে করা ছাড়া উপায় ছিল না। কাজেই করতে হ'ল বিয়ে। টাকা কড়ি লোকজন সব কিছুরই প্রাপ্তি ঘটলো জীবনে, সুখ শান্তিরও অভাব হলো না। পতিদেবতা আমার এতদিন খুসীই ছিলেন—হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, তিনি আমার উপর বীতরাগ হয়েছেন! অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবার মেয়ে আমি নই, একদিন স্পষ্ট জিগ্যেস করলাম।

অণিমা। কী উত্তর পেলি?

অপর্ণা। তা' বেশ। উত্তর এল—তুমি আমার সাহচর্য্যের পক্ষে যথেষ্ট মডার্ণ নও। যদি এখানে থাকতে চাও, তবে বোবা হ'য়ে কাল কাটাতে হবে,—যাকে বলে একেবারে প্রশ্নহীন নীরবতা। আর যদি তা না পার তবে—

অণিমা। তবে—?

অপর্ণা। তবে আমার একলা বাস করবার পক্ষে কোলকাতা নাকি যথেষ্ট বড় জায়গা!

অণিমা। তার মানে! তিনি তোকে তাড়িয়ে দিলেন বল্!

অপর্ণা। [ম্লান হাসিয়া] হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিলেন! যথেষ্ট মিষ্টি কথা আর যুক্তির পাথেয় দিয়ে।

অণিমা। তুই মুখ বুঁজে এই অবিচার কেন সহ্য করলি?

অপর্ণা। কেন সহ্য করলাম? না সহ্য করে উপায় ছিল না বলে। তুই জানিসনে অণু, আমার কথা কারুকে বলবার নয়। বিয়ের আগেওনা—পরেও না! মোহ জিনিষটাই বোধ হয় এমনি। বিয়ের আগের মায়াজাল বিয়ের পর যখন ছিঁড়ে গেল, মোটেই বিস্মিত হলাম না। আমার যা পাওনা তাতো আমাকে পেতেই হবে!

অণিমা। অথচ তুই বললি লোকটা বিয়ের আগে তোকে ভালবাসতো!

অপর্ণা। হ্যাঁ, ঠিক তাই! তাতেও অবাক হবার কিছু নেই।

অণিমা। Scoundrel!

অপর্ণা। মোটেই না! পুরুষ—সে যে শাশ্বত—সে যে সনাতন—সৃষ্টির সুরু থেকে কখনও কোন নারী, কোন পুরুষের কাছে সুবিচার পেয়েছে বলতে পারিস? না, পায়নি। কারণ নারীর ইতিহাসে আছে দান—শুধু দান, গ্রহণে তার মহাপাপ!

অণিমা। কিন্তু তাই বলে প্রতিবিধান নেই, এমন কথা বলিসনে।

অপর্ণা। না প্রতিবিধান নেই। আমি বলছি এর কিছু প্রতিবিধান নেই।

অণিমা। তা' তার নাম তুই আমাকে বলছিস নে কেন?

অপর্ণা। হিন্দু মেয়ের স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই তাতো তুই

জনিস ! ইহকাল তো আমার গেলই, পরকালটাতো অন্ততঃ দেখতে হবে !

(প্রদ্যোতকে আসিতে দেখিয়া অপর্ণা দ্রুত প্রস্থান করিল। অণিমাও চলিয়া যাইতেছিল প্রদ্যোত প্রবেশ করিয়া তাহাকে ডাকিল)

প্রদ্যোত। মহিলাটি কে ?

অণিমা। আমার এক বন্ধু।

প্রদ্যোত। আমি চিনি না ?

অণিমা। না। [প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যোত। শোন ! [অণিমা দাঁড়াইল] আমি বলছিলাম কি—তুমি যদি চেঞ্জে যেতে চাও—তাহ'লে তার ব্যবস্থা করতে পারি।

অণিমা। অত দরদে দরকার কি ? চেঞ্জে না গেলেও মানুষ বাঁচে ! [প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যোত। আমি জানতে চাই তুমি এ রকম ব্যবহার আমার সঙ্গে আরম্ভ করেছ কেন ?

অণিমা। কি রকম ব্যবহার ?

প্রদ্যোত। এ কথাও কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ?

অণিমা। না, বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু কেন আমি এ রকম ব্যবহার করছি, আশা করি একথাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

প্রদ্যোত। আশ্চর্য্য ! গীতার কথা যখন ভাবি, তখন—

অণিমা। তখন ? বলো—বলো—গীতার কথা যখন ভাবো—তখন ? তখন কী ?

প্রদ্যোত। তখন দেখি যে সেও নারী—আর তুমিও নারী, কিন্তু কী তফাৎ ?

অণিমা। তফাৎ! তফাৎ তো থাকবেই। গীতার সঙ্গে একজন কুলবধূর যথেষ্ট তফাৎই তো থাকা উচিত!

প্রদ্যোত। তার মানে—গীতা কুলবধূ নয়। কিন্তু কুলের গর্ব্ব করছো তুমি কোন মুখে? কোন কুলের বধূ তুমি? যে কুল ভাঙছো, না যে কূল গড়ছো?

অণিমা। তুমি কী! তোমার কোন বিশেষণ আমি খুঁজে পাই না।

(কাঁদিয়া ফেলিল)

প্রদ্যোত। খুঁজে রেখো। এক সময় এসে শুনে যাব। [স্বপন রায়ের প্রবেশ] এই যে মিঃ রায়! আসুন! আসুন! You are just in time. Go ahead, go ahead.

(স্বপন রায়কে অণিমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল)

অণিমা। (উত্তেজিত গলায়) মিঃ রায়! আপনি গীতার ঠিকানা জানেন?

স্বপন। জানি। কিন্তু কেন?

অণিমা। আমাকে সেখানে একবার নিয়ে যেতে পারবেন?

স্বপন। আপনাকে—গীতার বাড়ী?

অণিমা। হ্যাঁ, আমি একবার দেখতে চাই। দেখবোই আমি তাকে! পারবেন নিয়ে যেতে?

স্বপন। দেখুন, আপনার নিজের চোখে সেগুলো দেখা—

অণিমা। না না আমি নিজের চোখেই দেখতে চাই।

স্বপন। নিজের চোখেই দেখতে চান? কিন্তু আমি—প্রদ্যোতের বন্ধু —মানে—বুঝলেন না?

অণিমা। বুঝেছি। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন না, কিন্তু আমি যাবোই।

স্বপন। বেশ। আপনি যখন বলছেন—যাবেন! কিন্তু এই অসুস্থ শরীর নিয়ে—মানে—

অণিমা। না না আমি পারবো মিঃ রায়!

স্বপন। পারবেন? কিন্তু গীতাতো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। এতো তাড়াতাড়ি নাইবা গেলেন—

(হঠাৎ অপর্ণা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া স্বপন রায়কে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে পিছাইয়া প্রস্থান করিল। স্বপন ও অণিমা তাহাকে দেখিতে পাইল না।)

অণিমা। যেমন ক'রে হোক তাকে আমি দেখবোই—আজই! আপনি যদি না নিয়ে যেতে পারেন—তবে আমি একলাই যাবো।

স্বপন। আহা-হা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। পারবো না কেন? এতো সামান্য কাজ। এর জন্য—

অণিমা। কখন যাবেন বলুন।

স্বপন। আজ—কাল—পরশু—I am always at your service!

অণিমা। না—না—আজই—এখনই!

স্বপন। আজই—এখনই? আচ্ছা বেশ আপনি তবে ready হয়ে নিন। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

অণিমা। আসুন।

(স্বপন রায় প্রস্থান করিতেই দ্রুতপদে অপর্ণা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া। সে অণিমার খুব কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল)

অর্পণা। কি বলছিলি ওকে? কোথায় যাবি আজকে?

অণিমা। যাবো আমার একটি পরমাত্মীয়ের বাড়ী।

অপর্ণা। না না ঠাট্টা নয়—সত্যি বল্!

অণিমা। সত্যিই বলছি। কিন্তু তোর এত কৌতূহল কেন?

অপর্ণা। কৌতূহল আছে। পরমাত্মীয়ের বাড়ীতে যেতে কি গোপন পরামর্শের দরকার হয় ?

অণিমা। গোপন পরামর্শ !

অপর্ণা। হ্যাঁ, কথা কইছিল কে ?

অণিমা। ডাক্তার স্বপন রায়। কেন? ডাক্তার স্বপন রায়কে তুই চিনিস নাকি ?

অপর্ণা। হ্যাঁ, না—না—আমি তাকে চিনি না। কিন্তু বেড়াতে যাসনে তুই !

অণিমা। আমার বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কী ?

অপর্ণা। সম্বন্ধ আছে। তুই আর ভুল করিসনে অণু ; এ আমার অনুরোধ। [হাত চাপিয়া ধরিল]

অণিমা। অনুরোধ ! না, তোর অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না—আমি যাবোই ! [হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।]

(হঠাৎ স্বপন রায়ের প্রবেশ)

স্বপন। আসুন মিসেস বোস—আমি—

(অকস্মাৎ সে দেখিতে পাইল অপর্ণাকে। তৎক্ষণাৎ তাহার চোখ মুখের চেহারা এমন হইল যেন সে ভূত দেখিয়াছে। অপর্ণা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সামান্য একটু হাসিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। স্বপন রায় ভয়চকিত চোখে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। হঠাৎ সে ভাবিয়াই পাইল না—এই মুহূর্তে সে কি করিবে ! ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল)

মেঘ-বিশ্লেষ

[গীতাদের বাড়ীতে]

(গীতার পূর্ব্বের সেই কক্ষ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহিরের বারান্দায় চাঁদের আলো। ঘরের মধ্যে গীতা একা একা বসিয়া গান গাহিতেছে)

গান

এখন তোমার সময় হ'ল না
সময় কবে হবে ?
কবে তুমি আমার কাণে
গোপন কথা কবে !
কবে তোমার ফাগুন দিনে
বৈশাখে মোর লবে চিনে
মরুর বুকে কইবে কথা
শ্রাবণ ধারা রবে !
শুকতারা গো ! কবে তুমি
আসবে আমার আঁধার চুমি !
কবে তোমার সাগর পানে
টানবে আমায় গভীর টানে—
কবে আমায় ডাকবে তোমার
জীবন মহোৎসবে !

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। বাঃ ! বেশ হয়েছে। নাও, এইবার সেই আশোয়ারীর তানগুলো তুলে নাও !

গীতা। গান আর আমি শিখবো না।

বিজয়। তুমি আর গান শিখবে না? কেন?

গীতা। কেন আবার? এম্নি শিখবো না।

বিজয়। এতো আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল দেখছি! আরে গান যে কেন শিখবে না, তারতো একটা কারণ আছে?

গীতা। সব জিনিষেরই কি কারণ থাকে নাকি?

বিজয়। নাঃ থাকে না! এম্নি একটা উড়ুক্ষু কথা বল্লেই হ'ল আর কি!

গীতা। আমার আর ইচ্ছে নেই।

বিজয়। তোমার আর ইচ্ছে নেই! বেশ কথা! [বসিয়া] তা' গান শিখবে না, সে কথা আমায় আগে জানালেইতো হ'ত? শুধু শুধু এতদূর এসে পয়সা আর সময় নষ্ট করার মত বড়-লোক তো আমি নই! আজকালকার মেয়েদের মতি স্থির মোটেই নেই!

গীতা। [কাছে আসিয়া] রাগ করলেন?

বিজয়। নাঃ!

গীতা। কিন্তু আমি বলছি বিজয়বাবু আপনি নিশ্চয় রাগ করেছেন।

বিজয়। দ্যাখো গীতা! সব সময় তোমার ওই চটুল আর চটকদার কথা আমার ভালো লাগে না।

গীতা। কই, আশোয়ারীর তানগুলো আমায় দেখিয়ে দেবেন চলুন।

বিজয়। না আমি আর গান শেখাবো না।

গীতা। আপনি আর গান শেখাবেন না? কেন?

বিজয়। আমার ইচ্ছে নেই।

গীতা। বেশ। তাহলে আমায় আর গান শেখাবেন না তো?

বিজয়। না।

গীতা। শেখাবেন নাতো ?

বিজয়। না বলছি যে !

গীতা। [আপন মনে কপট অভিনয়] যাক্—ভালই হ'ল ! একরকম বাঁচাই গেল বলতে হবে ! কালকেই তো মীরারা গিরিডি যাচ্ছে ! যাবো না বলে দিয়েছিলাম—কিন্তু কী হবে আর কোলকাতায় থেকে ? যাই—মাস দুয়ের জন্য একবার ঘুরেই আসি। দেখি মীরাকে একটা ফোন করে দি। বার্থ রিজার্ভ করতে হবেত ? [ফোনের কাছে গিয়া বাঁ হাত দিয়া রিসিভারের তলাটা চাপিয়া ধরিয়া যাহাতে Exchange টের না পায় এমন ভাবে রিসিভার তুলিয়া] Hallo South 34757......Please ! হ্যালো—কে—মীরা ? হ্যাঁ, আমি গীতা ! না, গুরুতর কিছুই নয়। তোরা কাল গিরিডি যাচ্ছিস তো ? যাচ্ছিস ? তাহ'লে লক্ষ্মীটী ভাই অমনি আমার জন্যেও একখানা—

(বিজয় ছুটিয়া গিয়া হাত হইতে রিসিভার কাড়িয়া লইয়া রাখিয়া দিল)

বিজয়। লক্ষ্মীটী ভাই ! আমার জন্যে—যাওয়াচ্ছি তোমায় গিরিডি ! আসুক দাদা আজকে !

গীতা। দাদা এসে আমার কি করবেন ?

বিজয়। কি করবেন, তা দেখতেই পাবে। আর গান শিখবো না ! ওঃ ! ভারী ভয় দেখান হ'ল আমাকে !

গীতা। আচ্ছা বিজয়বাবু আপনি এত frank কেন ? আপনি কি জানেন না, সংসারে frank হওয়ার কত বিপদ ?

বিজয়। আমার আবার বিপদ কী ? তিনকুলে কেউ কোথাও নেই যে হঠাৎ মরে গিয়ে বিপদ বাধাবে।

গীতা। কেউ নেই আপনার ?

বিজয়। নাঃ।

গীতা। আহা! তাহ'লে তো আপনার বড় কষ্ট।

বিজয়। ওঃ! দরদ যে একেবারে উথলে উঠলো! আমার কেউ নেই তাতে তোমার কী ? ভয়ানক ডেঁপো হয়ে উঠেছ দেখছি!

গীতা। আপনার ওপর যে রাগ করে, তার মত বোকা আর পৃথিবীতে নেই। আপনি পয়ে আকার গ আর ল।

বিজয়। পাগল ?

গীতা। একেবারে বদ্ধ।

বিজয়। আর কেউ একথা বললে আমি সহ্য করতাম না!

গীতা। কেবল আমি বলেছি বলেই বুঝি সহ্য করলেন ?

বিজয়। হ্যাঁ তাইতো!

গীতা। কিন্তু কেন সহ্য করলেন? বলুন না বিজয়বাবু, কেন সহ্য করলেন ?

বিজয়। আঃ! তুমি বড় বিরক্ত করতে পার। আবার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। সরে যাও!

(গীতা সরিয়া আসিল)

গীতা। আজকে একটা সত্যি কথা বলবো বিজয়বাবু, রাগ করবেন না বলুন!

বিজয়। আমি কি সাধে রাগ করি? তোমার অত্যাচারে আমার রাগ হ'য়ে যায়। বল তোমার সত্যি কথা।

গীতা। আচ্ছা কাণে কাণে বলি, কেমন ?

বিজয়। বল।

গীতা। [বিজয়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া] আপনাকে আমার—

বিজয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ!

গীতা। আপনাকে আমার ভারী—

বিজয়। বেশ! আপনাকে আমার ভারী—

গীতা। ভাল লাগে।

বিজয়। মানে কি হ'ল?

গীতা। সত্যি! এত ভাল না লাগলেও চলতো। আপনি যেদিন থেকে সত্যি সত্যি আমায় আর গান শেখাতে আসবেন না, সেদিনের কথা আমি ভাবতেও পারি না।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিজয়। এই বুঝি তোমার ভাল লাগার নমুনা?

গীতা। দাঁড়ান! আপনার চাটা নিয়ে আসি? [প্রস্থান]

বিজয়। শোননা, চা পরে হবে শোননা! [প্রস্থান]

(কতকগুলি ফুল ও একটি তোড়া লইয়া প্রদ্যোতের প্রবেশ। পিছনের জ্যোৎস্না-লোকিত বারান্দায় দুইটি মনুষ্য মূর্ত্তি সরিয়া গেল)

প্রদ্যোত। গীতা! গীতা কইরে?

নেপথ্যে গীতা। যাই।

(গীতার প্রবেশ)

গীতা। একি! এত ফুল এনেছো কেন?

প্রদ্যোত। তোর জন্যে!

গীতা। আমার জন্যে? আজকে আমার এত ভাগ্য কেন?

প্রদ্যোত। ভাগ্য! তা ফুলের ভাগ্যতো তোরই গীতা!

গীতা। আর তোমার?

প্রদ্যোত। আমার ভাগ্য কাঁটার।

গীতা। ওমা! বল কী! কাঁটার? কেন বলনা। তুমি যে আজকাল কী রকম ভাবে কথা বল আমি বুঝতেই পারিনে। তোমার

হয়েছে কী ? চুপ ক'রে বসো দেখি এখানে ! আমি তোমায় গান শোনাচ্ছি, তাহলেই তোমার মন ভাল হ'য়ে যাবে। কেমন ?

(প্রদ্যোতকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। তারপর অর্গ্যানে গিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে আরম্ভ করিল)

—গান—

আমি যদি ভুলি প্রিয়, তুমি ভুলোনা
অতীতের ব্যথাভরা কথা তুলোনা।
বোলোনা আমার প্রাণ
কবে দিয়েছিনু দান—
ফেলে আসা দিবসের দ্বার খুলোনা।
অতীতের ব্যথাভরা কথা তুলোনা ॥
বাদল-ব্যাকুল-রাতে মোরে যদি পড়ে মনে
যদি জল দেখা দেয় ঘুম-হারা আঁখি কোণে
চোখের সে জল প্রিয়
তখনি মুছিয়া নিয়ো
ঝরা-ফুল-দোলনাতে মিছে দুলোনা।
অতীতের ব্যথা ভরা কথা তুলোনা ॥

(সুরের মধ্যে এমন একটা আর্ত্ত আবেদন ছিল যে, শুনিতে শুনিতে প্রদ্যোতের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে গীতার অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া ফেলিল)

গীতা। কেমন লাগলো ?

প্রদ্যোত। চমৎকার। যেমন তোর কণ্ঠ, তেমনি বিজয়ের বাণী। আচ্ছা গীতা, বিজয়কে কাছে পেয়ে তুই খুব সুখী—না ?

গীতা। পারিনে বাবা তোমার সঙ্গে আর বক্ বক্ করতে। এসো এই ফুলটা তোমায় পরিয়ে দিই।

(প্রদ্যোতের জামায় একটা ফুল আটকাইয়া দিল। বারান্দা হইতে অণিমা ও স্বপন তাহা লক্ষ্য করিল)

প্রদ্যোত। গীতা! তোর মত সহজ মন একদিন আমারও ছিল।

গীতা। আবার বকে! চল ভেতরে। [প্রদ্যোত ও গীতার প্রস্থান]

(বাহির হইতে প্রণব ডাকিল—প্রদ্যোত! সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার আলোটি নিভিয়া গেল। ভিতর হইতে গীতা ঘরে প্রবেশ করিল)

গীতা। কে? [প্রণবের প্রবেশ] ও! প্রণব বাবু! আসুন।

প্রণব। প্রদ্যোত আছে?

গীতা। আছেন। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

প্রণব। দেখ, একটা regular magic হ'য়ে গেল এক্ষুণি, যেই আমি প্রদ্যোত বলে ডেকেছি, অমনি ওই বারান্দার আলোটা গেল নিভে, আর যদি ভুল না শুনে থাকি তবে কারা যেন ছুটে পালালো বলে মনে হ'ল!

গীতা। বলছেন কী? [ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া দেখিয়া আসিল] কিন্তু কেউতো ছিল না ওখানে!

প্রণব। নিশ্চয় ছিল!

গীতা। আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। আপনি বসুন, আমি দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [গীতার প্রস্থান ও প্রদ্যোতের প্রবেশ]

প্রদ্যোত। দিয়েছিস তো গীতাকে ভয় পাইয়ে?

প্রণব। সত্যি ভাই, যেই আমি তোর নাম ধরে ডেকেছি, অমনি ওই বারান্দার আলোটা গেল দপ্‌ ক'রে নিভে! এর মধ্যে কি ভৌতিক ব্যাপার আছে জানিনে ভাই।

প্রদ্যোত। পাগল নাকি? তাই কখনও হ'তে পারে?

প্রণব। তাহ'লে কি আমার চোখ আর কাণ দুটোই খারাপ হয়েছে বলতে চাও?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ। মরুকগে যাক্! তারপর যে লোকটার সন্ধান করছিলে তাকে পাওয়া গেল?

প্রণব। না আমি তো প্রথমেই তোকে বলেছিলাম—তাকে পাওয়া শক্ত হবে। কারণ সে হচ্ছে একটি সুন্দর শয়তান।

প্রদ্যোত। লোকটা দেখতে ভাল বুঝি?

প্রণব। হুঁ। সে বিষয়ে তার কোন ত্রুটিই নেই। অদ্ভুত বক্তা, অসীম সাহস, অথচ আশ্চর্য্য রকমের ডেভিল।

প্রদ্যোত। তার ওপর তোর এত রাগ—কী করেছে সে?

প্রণব। আমার জীবনের সব চাইতে প্রিয়জনকে সে নষ্ট করেছে। অথচ মজা এই যে লোকটাকে আমি আজ পর্য্যন্ত চোখেই দেখিনি!

প্রদ্যোত। তার নাম?

প্রণব। নামটাও আসল বলে মনে হয় না। তার সম্বন্ধে সব কথাই আমার চিঠিতে জানা। চিঠি পড়ে পড়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে আমি আজ লোকটাকে চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাই।

প্রদ্যোত। বটে!

প্রণব। কিন্তু ভাই, তোমার বাড়ীর এই ভৌতিক ব্যাপারটির একটু সন্ধান নাও।...আচ্ছা একটু ডিটেক্‌টিভগিরি করবো?

প্রদ্যোত। ও বিদ্যাটাও জানা আছে নাকি?

প্রণব। বই পড়া বিদ্যে। তাহোক্—একবার প্রয়োগ ক'রে দেখা যাক।

প্রদ্যোত। ভাল। খুঁজে দেখ।

(প্রণব বাড়ীর ভিতর দিকে চলিয়া গেল)

প্রদ্যোত। গীতা! [গীতার প্রবেশ] গীতা! পরশু দিন তোর বৌদির জন্মতিথি। সেদিন তার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।

তুই আমাদের ওখানে যাবি বিজয়ের সঙ্গে। বিজয়কে আমি বলে দিয়েছি।

গীতা। তুমি যেতে বলছো দাদা, কিন্তু কই বৌদিতো আমাকে কিছুই বলেন নি !

প্রদ্যোত। ওসব পাগলামী করিসনে। তোকে যেতেই হবে।

গীতা। আচ্ছা যাবো।

প্রদ্যোত। গত বৎসর অণিমার জন্মতিথি উৎসবের কথা মনে পড়ছে। কী মধুর সেই স্মৃতি !

গীতা। এ বছরও তো সেই স্মৃতি ফিরে এসেছে দাদা ?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ ফিরে এসেছে। কিন্তু এসেছে কেবল আমায় দিয়ে কতকগুলো শুকনো কর্ত্তব্য করাতে। পরিপূর্ণ বর্ষার নদী গেছে মরে, মাঝখানে তার জেগে উঠেছে শ্রীহীন বালুচর।

(বিজয় ও প্রণবের পুনঃপ্রবেশ)

বিজয়। নিশ্চয় ! আমার কোন সন্দেহ নেই। বাড়ীতে কে এসেছিল দাদা ?

প্রদ্যোত। যে মূর্ত্তিমান তোমার পেছনে রয়েছেন।

বিজয়। না না ইনি নন। ছাদের ওপর থেকে স্পষ্ট দেখলাম একটি মহিলা আর একজন পুরুষ এই বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

গীতা। একটি মহিলা আর একজন পুরুষ—

বিজয়। হ্যাঁ আমার বিশ্বাস তারা এখনও খুব বেশী দূর যেতে পারে নি। আসুন—প্রণব বাবু আসুন !

(বিজয় ও প্রণবের প্রস্থান। তাহাদের পিছনে পিছনে হতভম্বের মত প্রদ্যোত ও গীতার প্রস্থান)

মেঘ-বিশ্লেষ

গীতার বাড়ীর সম্মুখের দৃশ্য

(অণিমার হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বপন রায়ের দ্রুতপদে প্রবেশ। অণিমা হাঁপাইতেছিল।

অণিমা। আমাকে শীগ্‌গির এখান থেকে নিয়ে চলুন মিঃ রায়, এখানে আমার নিঃশ্বাস আট্‌কে আসছে।

স্বপন। আস্তে! অণিমা দেবী আস্তে! এখুনি কেউ এসে পড়লে সর্ব্বনাশ হবে। ঠিক এই জন্যেই আপনাকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাইনি। স্বামীর এই সব কাণ্ড কারখানা স্ত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়ে দেখা সত্যিই কঠিন।

অণিমা। আর আমার কোন কথা শোনবার দরকার নেই, আমি যা দেখতে চেয়েছিলুম—দেখেছি।

স্বপন। আপনি কথা কইবেন না অণিমা দেবী। সাম্‌নে একটা ট্যাক্সিও নেই যে তাড়াতাড়ি আপনাকে নিয়ে যাই। আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলেন। You are tired.

অণিমা। Tired! কিন্তু আমি আর চলতে পারছি না!

স্বপন। কিন্তু আরও একটুখানি আপনাকে যে চলতেই হবে অণিমা দেবী! শীগ্‌গির আসুন; নইলে বিজয়ের হাতে ধরা পড়বেন।

(উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে বিজয় ও তাহার পশ্চাতে প্রণবের প্রবেশ)

বিজয়। ও মশায়! থামুন না! আপনাকেই যে খুঁজছি! দৌড়বেন না—দৌড়বেন না—

প্রণব। ও আপনি কাকে ডাকছেন বিজয়বাবু? ও লোক নয়—ও লোক নয়।

বিজয়। ঠিক ওই লোক। আমি বাজী ফেলতে পারি! আচ্ছা আপনি তো আমার সঙ্গে দৌড়তে পারবেন না। এখানে দাঁড়ান। আমি একবার দৌড়ে লোকটির নাগাল ধরে দেখে আসি।

প্রণব। না আপনি যাবেন না। কি জানি যদি লোকটা চোর ডাকাত হয়—

বিজয়! চোর ডাকাত তো বটেই! আপনি একটু দাঁড়ান স্যার।

প্রণব। চোর ডাকাতই যদি হয়—তাকে দাঁড়াতে বলছেন, সে আপনার অনুরোধ রাখবে?

বিজয়। দেখতে ভদ্রলোক কি না; শুধু শুধু আপনি আমার দেরী করিয়ে দিচ্ছেন! ও মশায়—শুনছেন? ও মশায়।

(বিজয়ের প্রস্থান)

(প্রদ্যোত ও গীতার প্রবেশ)

প্রদ্যোত। প্রণব! একা দাঁড়িয়ে? বিজয় কোথায় গেল?

প্রণব। তুমি বলছিলে বিজয় ইঞ্চিখানেক পাগল? কিন্তু আমি তো দেখছি more than that—পুরো একহাত।

গীতা। তা তিনি গেলেন কোথায়?

প্রণব। লোকটার পিছু নিয়েছে। তাকে ধরবেই—তাতে যা হয় হোক্।

গীতা। এই সব গোঁয়ার্ত্তুমির কী দরকার ছিল? মন্দ লোক—যদি হাতে ছোরাছুরী থাকে!

প্রণব। সত্যি যদি মন্দ লোক হয়, হাতে ছোরাছুরী থাকবেই! আত্মরক্ষার উপায় না নিয়ে কি বেরিয়েছে?

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। লোকটাকে ধরেছিলাম আর কি! কিন্তু ইয়ে হ'ল—

গীতা। কী হ'ল?

বিজয়। পালিয়ে গেল।

গীতা। কী ক'রে পালিয়ে গেল?

বিজয়। ট্যাক্সি ক'রে নিশ্চয়ই।

গীতা। আপনি আর একখানা ট্যাক্সি ক'রে তাকে chase করলেই পারতেন! তাইতো করতে হয়! Filmএ দেখেন নি?

বিজয়। তুমি থাম—থাম। তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না। ট্যাক্সিতে chase করতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে আর একখানা ট্যাক্সি পাওয়া দরকার ছিল।

গীতা। পেলেন না বুঝি?

বিজয়। পেলে culpritটাকে ধরে নিয়ে আসতাম না? কিন্তু—পুরুষটীকে দূর থেকে দেখে ডাঃ স্বপন রায় বলে মনে হ'ল!

প্রদ্যোত। স্বপন রায়! সত্যি স্বপন রায়?

বিজয়। তাইতো মনে হ'ল!

প্রণব। আমি যাকে খুজছি সে লোকটিও তো ডাঃ রায়—তবে তার নাম তো স্বপন নয়।

প্রদ্যোত। কী নাম তবে?

প্রণব। ডাঃ মেঘবরণ রায়।

গীতা। মেঘবরণ? বাঃ? বেশ নামটীতো! আমিও এক ডাক্তারকে জানি তার নাম ডাঃ তাপহরণ রায়।

বিজয়। এ নিশ্চয় সেই ব্যাটা কুস্বপন রায়। দাদা কিছু মনে কোরো না। এক এক জায়গায় ব্যবহার করবে বলে এক একটি মোলায়েম নাম নিয়েছে। আহা-হা! ব্যাটার আমার কী নাম রে? স্বপন—তাপহরণ—মেঘবরণ—এ কখনও সত্যি-কার কোন মানুষের নাম হয়? নিশ্চয়ই সেই কুস্বপন রায়। দেখি আর একবার চেষ্টা ক'রে।

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রদ্যোত, প্রণব ও গীতা স্তম্ভিতের মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। যবনিকা নামিয়া আসিল)

মেঘমুক্তি

প্রদ্যোতের বাড়ীতে

[প্রদ্যোতের বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষ। ঘরটিকে আজ একটু বিশেষভাবে সাজান হইয়াছে। জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে—বাহিরের আকাশে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিতেছে। সেই জানালার উপর ভর দিয়া অপর্ণা একা একা মৃদু কণ্ঠে খাঁটি পূরবীতে একখানি গান গাহিতেছিল]

—গান—

গোধূলি গগন ঘিরে
আঁধার নামিল ধীরে
ক্লান্ত বিহগ ফিরে এল নীড়ে—
তুমিতো এলে না ফিরে।
মম অন্তরতল ভরি
একী ক্রন্দন মরি মরি !
কাঁপন লাগিল কার পথ স্মরি'
ব্যাকুল বনানী শিরে !

(গানের শেষে অণিমা প্রবেশ করিল)

অণিমা। আজ আমি তোর ভুল ভাঙবোই ! আসুন মিঃ রায় !

অপর্ণা। আমার ভুল যদি ভাঙতে পারিস, তবে সারাজীবন আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

অণিমা। কিন্তু তুই তৈরী হয়ে নে। এখনি যে সবাই আসতে আরম্ভ করবেন।

অপর্ণা। আমি তৈরীই আছি। Ever-ready !

অণিমা। তুই বোস—আমি চললাম! কেউ এলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার মহান্ দায়িত্ব আমি তোকেই দিয়ে গেলাম।

অপর্ণা। বড় কঠিন কাজ ভাই। যদি গৃহকর্ত্তা স্বয়ং আসেন?

অণিমা। নিশ্চয় বাদ দিবিনে!

[হাসিয়া প্রস্থান]

(বেবীর প্রবেশ)

বেবী। দেখি আপনার হাতখানা?

অপর্ণা। কেন?

বেবী। শেক্‌হ্যাণ্ড করবো। (হাত ধরিয়া) আপনি আপনার স্বামীকে divorce ক'রে চলে এসেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অপর্ণা। কেন?

বেবী। আমার ইচ্ছে আমাদের বাংলা দেশে আপনার আদর্শকে সকলে যেন মেনে নেয়।

অপর্ণা। দেখুন, এ সম্বন্ধে আমার একটিমাত্র কথা বলবার আছে। আমার divorce caseটা একটু স্বতন্ত্র। কারণ আমার স্বামী আমাকে বাধ্য করিয়েছেন তাঁকে ছেড়ে আসতে। নইলে স্বামীকে ছেড়ে আসার আমার কোন কারণই ছিল না।

বেবী। কা-র-ণ! স্বামীকে ছাড়তে হ'লে সব সময় কারণ দরকার হয় নাকি?

অপর্ণা। দরকার হয় না? আপনি বলছেন কী?

বেবী। ঠিকই বলছি। এই দাসমনোভাবের জন্যই বাংলার মেয়েরা আজ মরতে বসেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ হবে friendly! আপনার সঙ্গে আমার সামান্য একটু বচসাতেই যদি

বিচ্ছেদ হ'তে পারে—তবে স্বামী-স্ত্রীর বেলাতেই বা হবে না কেন ?

অপর্ণা। সব ক্ষেত্রে হয় না, তার প্রমাণ আপনার বৌদি। নইলে মনে করুন—তাঁর ওপর যে রকম অবিচার হচ্ছে—

বেবী। অবিচার হচ্ছে কিনা জানিনে। যদি সত্যি হ'য়ে থাকে তবে আজও দাদাকে ছেড়ে না যাওয়া তাঁর পক্ষে ভীরুতা !

অপর্ণা। না, আপনার সঙ্গে আমি একমত নই।

বেবী। আচ্ছা। অন্য সময় আমি ভাল ক'রে এ কথাটা আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আজ উৎসবের দিন—সময় কম—কাজও আছে।

[প্রস্থান]

[পূর্ব্বাকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। জানালা দিয়া তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। স্বপন রায় প্রবেশ করিল, ঘরের মধ্যে অপর্ণাকে দেখিয়া সে বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া সে পলাইবার চেষ্টা করিল]

অপর্ণা। [সহজ সুরে] চলে যাবেন না ! আসুন ! আপনার এত দেরী হ'ল কেন ? আপনাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি এখানে বসে আছি ! আসুন !

[স্বপন রায় মুহূর্ত্তকাল কী ভাবিয়া লইল। তারপর অত্যন্ত সুমিষ্ট ও দরদভরা সুরে হাসিমুখে অভিনয় করিয়া সে অপর্ণাকে জয় করিবার শেষ চেষ্টা করিতে লাগিল]

স্বপন। তুমি এখানে—অপর্ণা ?

অপর্ণা। কায়া ছাড়া ছায়ার আর গতি কি ? বসুন ?

স্বপন। আমার বসার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। কিন্তু অণিমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কী বলোত ?

অপর্ণা। পুরোহিত ডাকিয়ে তৈরী করা সম্বন্ধ নয়—এমনি এক সঙ্গে

পড়তাম ! কিন্তু সম্বন্ধতো তুমি ইচ্ছে করলেই হ'তে পারে।

স্বপন। তার মানে ?

অপর্ণা। মানে আর কি। এমনি কথার কথা বললাম।

[অপর্ণা ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। স্বপন বিমূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল]

অপর্ণা। [কাছে আসিয়া] বড় মাছ খেলিয়ে তোলাই ভাল, কি বল ?

স্বপন। বুঝতে পারলাম না। কিন্তু অণিমার কাছে আমার সম্বন্ধে তুমি কী বলেছ বলোত ?

অপর্ণা। অণিমার কাছে তোমার সম্বন্ধে ? হায়—হায় ! আমার মনেই ছিল না যে তোমার সম্বন্ধেও কিছু বলবার বিষয় থাকতে পারে ! তা ব্যস্ত কেন ? এক সময় বললেই হবে। [একটু পরে] হ্যাঁগা ! গীতার গল্পটাতো জমিয়েছ বেশ ! না, না, তুমি ভয় পেয়ো না—সে আমি বলবো না কাউকে ! আমি কি জানিনে যে দেখতে-ভালো মেয়েগুলোকে তুমি একেবারে দেখতে পারো না ? আচ্ছা, সেই সুমিত্রা দেবীর খবর কি ? লীলা সেন, শীলা চ্যাটার্জ্জী—তারা সব আজও আছে, না গেছে।

[ভয়ে স্বপন রায়ের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উঠিয়া আসিয়া অপর্ণার হাত ধরিল। এবং আরও গভীর অন্তরঙ্গতার সুরে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল]

স্বপন। ছাখো অপর্ণা ! তুমি আমার স্ত্রী। আর জানোতো, স্ত্রী মানুষের ইহকাল—পরকালের ! আমার কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অপরাধকে তুমি মনে রেখো না ! তোমার সংসারে তুমি ফিরে চল ! [অবাক হইয়া স্বপনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল] তুমি চলে আসার পরই আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। কত খুঁজেছি তোমাকে ! কিন্তু

কোথায় তুমি গেলে—মানে, কী তোমার ঠিকানা—না জানাতে, আমি তোমার কাছে মাপ চাইবারও সুযোগ পাই নি। অনুতাপে আমার সমস্ত মন জ্বলে যাচ্ছে।

অপর্ণা। [মৃদু হাসিয়া] সুন্দর! বেশ লাগছে! বলে যাও!

স্বপন। ঠাট্টা কোরোনা অপর্ণা। একদিনের জন্যও আমি মনে শান্তি পাইনি। যে ভালবাসার জোরে আমি তোমাকে আমার বুকে পেয়েছিলাম, আমার সেই প্রচণ্ড ভালোবাসা আজও তেমনি রয়েছে অপর্ণা! আমি তোমাকে আজও ভালবাসি! আমার একথা বিশ্বাস করো তুমি। ফিরে চল!

অপর্ণা। ফিরে যাবো! ঘরে?

[হাসিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ স্বপন রায়ের মুখোস খুলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করিয়া সে ডাকিল]

স্বপন। শোন!

অপর্ণা। [ফিরিয়া দাঁড়াইল] বল!

স্বপন। আমাকে এমন ভাবে অপমান ক'রে তোমাকে চলে যেতে দেবোনা আমি। আমার যে অতীত জীবনকে আমি হত্যা ক'রে পেছনে ফেলে এসেছি, আজ তাকে এমন ভাবে আমার সামনে চলতে ফিরতে দেবোনা! আজ আমি এর শেষ নিষ্পত্তি ক'রে যাব।

অপর্ণা। বলো, কী করতে হবে?

স্বপন। আমার সঙ্গে তোমাকে এখনি এখান থেকে চলে যেতে হবে তুমি এখানে থাকতে পাবেনা! যে কোন মুহূর্ত্তে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে পারো। আমার মান—আমার সম্ভ্রম—

তোমার হাতে এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনা।

অপর্ণা! বেশ! তবে কী করবো বলে দাও!

স্বপন। আমার সঙ্গে এখনি তোমাকে যেতে হবে!

অপর্ণা। না।

স্বপন। না?

অপর্ণা। না।

স্বপন। তুমি জানো আমার অবাধ্য হওয়ার ফল কি?

অপর্ণা। জানি। হয়ত তুমি এক্ষুনি আমার গলা টিপে ধরবে, যেমন একদিন ধরেছিলে!

স্বপন। হ্যাঁ ঠিক তাই।

[দুই হাত দিয়া অপর্ণার গলা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই অপর্ণা নিজের দুই হাত দিয়া তাহার হাত দুটি ধরিল]

অপর্ণা। কিন্তু আজ এটা উৎসব বাড়ী! একটা সামান্য চীৎকারে কতকগুলি লোক এখানে জড়ো হবে, সে খেয়াল আছে তোমার? আমাকে খুন করবার জন্য এর পরে অনেক সময় তুমি পাবে। আজই সে ভাল কাজটা তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। (নেপথ্যে চাহিয়া) অণিমা আসছে। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে তার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কও। [প্রস্থান]

[অণিমার প্রবেশ]

অণিমা। এই যে মিঃ রায় এসেছেন? আজকে আপনি আমার জন্ম-তিথির প্রধান অতিথি।

স্বপন। প্রদ্যোত আসছেতো?

অণিমা। কী জানি মিঃ রায়! কিন্তু আপনি এ দুদিন আসেননি কেন? আপনার ওপর আমি ভারী রাগ করেছি!

স্বপন। একটা বিশেষ দরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

অণিমা। আপনিতো এদিকে খুব দরকারী কাজ সেরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু আমার দিন কী ক'রে কাটে বলুন তো?

স্বপন। কি করবো অণিমা দেবী! কাজটা খুবই দরকারী ছিল কিনা! নইলে আমার কি ইচ্ছে যে আমি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকি? তাইতো প্রদ্যোতের উপর মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়! ভাবি যে আপনার মত স্ত্রীকেও কী ক'রে সে অবজ্ঞা করবার শক্তি পেল?

অণিমা। সেটাও তো একটা শক্তি মিঃ রায়!

স্বপন। অস্বীকার করিনে। কিন্তু ধর্ম্ম লঙ্ঘন করে যে শক্তি—তা অন্যায়, তা পাপ! ভ্রমরের ধর্ম্মই হ'ল মধুপান করা, তা যদি সে না করে, তবে সে তার ধর্ম্ম লঙ্ঘন করলো! ফুলের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নেই—

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। কারণ জগতে ভ্রমর ছাড়াও অন্য জাতীয় মধুপায়ী আছে।

অণিমা। ও! আপনাদের বুঝি পরিচয় নেই? অপর্ণা দেবী আমার বন্ধু—ডক্টর রায় ওঁর বন্ধু।

অপর্ণা। নমস্কার!

স্বপন। [বিবর্ণ মুখে] নমস্কার! আপনার সঙ্গে—খুব খুশী হলাম।

অপর্ণা। আপনি মধু আর মধুকরের সঙ্গে খাদ্য-খাদকের যে তুলনা দিচ্ছিলেন—সেটা আমার খুব ভাল লাগলো মিঃ রায়! আপনি বহুদর্শী লোক, মাঝে মাঝে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আশাকরি আমাদের আলোকিত করবেন!

স্বপন। আচ্ছা।

অপর্ণা। আপনার সঙ্গে একদিন আমাদের দাম্পত্য-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আচ্ছা মিঃ রায়! আপনি বিয়ে করেছেন?

স্বপন। [ঢোঁক গিলিয়া] বিয়ে? না।

অপর্ণা। [হাসিয়া] বলেন কি! আজও বিয়ে করেননি? আপনি নারীজাতির প্রণম্য।

স্বপন। [ভীষণ চঞ্চল হইয়া] ও! আমি কাস্কেটটা ফেলে এসেছি! জন্মতিথিতে—,আচ্ছা অণিমা দেবী, আমি এক্ষুণি সেটা নিয়ে আসছি! যাবো আর আসবো। বেশী দেরী হবে না।

অণিমা। বেশী দেরী হ'লে আমি বেশী রাগ করবো কিন্তু।

স্বপন। না না একটুও দেরী হবেনা। [চলিতে লাগিল]

অপর্ণা। মিঃ রায়! (স্বপন ফিরিয়া চাহিল) আসছেন তো?

[স্বপন রায় অপর্ণার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একরকম ছুটিয়া চলিয়া গেল]

অণিমা। কোলকাতা ছেড়ে তুই বনে গিয়ে বাস কর! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে জানিসনে! আর তোর ওপর আমি কিনা অভ্যর্থনার ভার দিয়েছি! এখন চল্ ঘরের কোণে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকবি চল্!

[অপর্ণাকে লইয়া অণিমার প্রস্থান। একটু পরে বিজয় ও গীতার প্রবেশ]

বিজয়। তুমি further কোথাও নিয়ে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ কোরোনা, সে আমি রাখতে পারবো না।

গীতা। আপনি চটছেন কেন?

বিজয়। চটবো না? সেই সাড়ে তিনটে থেকে তুমি সাজ পোষাক

সুরু করেছো, আর পৌনে ছটায় তা' শেষ হ'ল ! আর আমি ব্যাটা ড্রয়িং রুমে বসে বসে—আমার এত কি দায় শুনি ? আসবে তো এক জন্মতিথিতে চা গিলতে ! তার জন্য অতো স্নো আর সেণ্ট মাখবার কী দরকার ?

গীতা। আমি সেণ্ট মাখিনি।

বিজয়। না, মাখোনি ! আজ কোলকাতার আদ্দেক লোক তোমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে।

গীতা। আঃ। কী বকছেন ? চুপ করুন না !

বিজয়। কেন চুপ্ করবো ? কিসের জন্য চুপ করবো ? এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—"পথি নারী বিবর্জ্জিতা।" শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যে হয় ? অনেক ভুগে তবে তারা একথা লিখেছে !

গীতা। আপনি না নিয়ে এলে আমি কার সঙ্গে আসতাম্ ?

বিজয়। কার সঙ্গে আসতাম ! পেণ্ট করবার সময় সেকথা মনে ছিল না ? কেন, আমি কি তোমার বাহন না কি ?

গীতা। তা নয়তো কী ?

বিজয়। চুপ্ কর—চুপ কর—কথা কোয়োনা ! মেয়ে জাতটার ওপরই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

গীতা। কবেই বা আপনার ঘেন্না না ছিল !

বিজয়। না না ছিল না,—এর আগে মোটেই ছিল না। কিন্তু আজ থেকে হ'ল !

[অণিমার প্রবেশ]

বিজয়। এই যে দিদি ! দাদা আজকে গীতাকে এখানে নিয়ে আসতে বলেছিল। আমি পৌছে দিলাম। ব্যস্—আমার আর কোন দায়িত্ব রইল না।

[গট্‌ গট্‌ করিয়া বিজয় ভিতরে চলিয়া গেল। গীতা ভূমিষ্ঠ হইয়া অণিমাকে প্রণাম করিল]

অণিমা। Ultra-modern girl কি প্রণাম করে নাকি ?

গীতা। করে। Ultra-modern girl, ultra-modern বৌদিকে প্রণাম করে।

অণিমা। আজকে আমার এত সৌভাগ্যের হেতু খুঁজে পাচ্ছিনে! আপনার আসাটা এতই আকস্মিক—

গীতা। মোটেই আকস্মিক নয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' কেন বৌদি ? আমি আপনার ছোট বোনের মতো—

অণিমা। মতো হতে পারেন—কিন্তু ছোট বোন নন।

গীতা। কেন নই ?

অণিমা। না নন।

গীতা। আপনার কাছে এ রকম অভ্যর্থনা পাবো—এ আমি আশা করিনি বৌদি !

অণিমা। জানা উচিত ছিল যে আপনার আশা করার উপর জগৎ চলছে না !

গীতা। না, তা চলছে না মানি। কিন্তু দাদার যদি ছোট বোন হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে থাকি—তবে আপনার কাছে এটুকু দাবীও কি আমার নেই বৌদি ?

অণিমা। বোধ হয় নেই। কিন্তু দাদা—! দাদা আপনি বলছেন কাকে ?

গীতা। কেন, প্রদ্যোত বাবু—আপনার স্বামীকে! তিনি যে আমার দাদা হন !

অণিমা। আমার স্বামী আপনার দাদা হন ? কী সম্পর্কে শুনি ?

গীতা। হ্যাঁ, দাদাইত হন ! আমার সেই দুর্দ্দিনের কথা আমি আজও

ভুলিনি বৌদি ! বাবা মৃত্যুশয্যায়, কাছে এমন একটা লোক নেই যে ডাক্তার ডেকে এনে ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে। আমি নিরুপায় ! একরকম বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন কাটতে লাগলো। আমার সেই চরম দুঃসময়ে দাদা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন !

অণিমা। তারপর ?

গীতা। বাবা আর বাঁচলেন না, কিন্তু দাদার সেবা যত্ন অক্ষয় হ'য়ে রইল আমার জীবনে। আপনার স্বামী যে আমার দাদা হন—সে কথা আমার বাবাই আমাকে বলে দিয়ে গেছেন।

অণিমা। আপনার বাবা আমার স্বামীকে জানতেন নাকি ?

গীতা। জানতেন না ? দাদা যে তাঁর ছাত্র, তিনি প্রফেসর ছিলেন কিনা ! রোজই আমি দাদাকে বলি—দাদা ! আমাকে বৌদির কাছে নিয়ে চল—আমি বৌদিকে একবার দেখে আসি, আর রোজই তিনি হবে হবে বলে আমায় থামিয়ে রাখেন। কিন্তু আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো ? তুমি আমায় বসতে বলছোনা কেন বৌদি ?

অণিমা। বলবো বৈকি ! বোস ভাই ! [হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল] কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে এ সব। এ তোমার গল্প ! আমি —আমি যে নিজের চোখে দেখে এসেছি, সে কি সব মিথ্যে —সব ভুল ? ওঃ ! [ছুটিয়া প্রস্থান]

(প্রফেসর অতুল ঘোষের প্রবেশ)

অতুল। তপোবনে একাকিনী শকুন্তলার মত কে তুমি এখানে বসে রয়েছো দিদি ?

গীতা। আমি গীতা !

অতুল। অহো ভাগ্যম্! তুমিই গীতা? তুমি এসে পড়েছো তাহলে এ বাড়ীতে? তাহ'লে আর ভাবনা নেই, কি বল?

গীতা। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছিনে।

অতুল। ও! আমার পরিচয়ই বুঝি এতক্ষণ তোমায় দিইনি! অপরিচয়ের অন্ধকার থেকেই উল্লাস প্রকাশ করছিলাম। আমি হচ্ছি স্বনামধন্য প্রফেসর ঘোষ! অর্থাৎ কিনা "সংক্ষেপে বলিতে গেলে—হিং...টিং...চট্"! মানে—প্রদ্যোতের দাদু! দাদু মানে দাদুর বন্ধু!

গীতা। [উঠিয়া প্রণাম করিয়া] আপনিই দাদু! আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।

অতুল। কে সেই হংসদূত গীতা, যে আমার বার্ত্তা তোমার কাণে পৌঁছে দিয়েছে?

গীতা। দাদার কাছেই শুনেছি!

অতুল। প্রদ্যোতের কাছে? তা বেশ। অবিশ্যি জপ করবার পক্ষে আমার নামটা মোটেই সুবিধেজনক নয়, তার দরকারও নেই। তুমি শুধু দাদু নামটাই মনে রেখো। তারপর তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

গীতা। হ্যাঁ। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতেই চান না যে তাঁর স্বামী আমার দাদা হন। শেষে সব কথা খুলে বলতেই তিনি আমায় বসতে বললেন। তারপর হঠাৎ যে কেন চলে গেলেন আমি বুঝতে পারলাম না।

অতুল। তাহ'লে আমিই সেটা বুঝে আসছি। তুমি তাহ'লে আরও কিছুক্ষণ তপোবনে একাকিনী শকুন্তলার মত এখানে বসে থাকো—কেমন? (দাদুর প্রস্থান)

(বেবীর প্রবেশ)

বেবী। আমি যদি আপনার নামটা জানতে চাই—তবে আশা করি কিছু মনে করবেন না ?

গীতা। নিশ্চয় না। আমার নাম গীতা,—গীতা রায়।

বেবী। গীতা রায় ! That famous গীতা রায় ?

গীতা। আপনি কি বলতে চাইছেন ?

বেবী। আপনি কি জানেন যে you are the root of all these troubles ?

গীতা। What do you mean ?

বেবী। একটা সংসার আপনার জন্য নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে—এ খবর রাখলে আজকে আপনি এখানে আসতে লজ্জা পেতেন।

গীতা। এ রকম reception পাবো জানলে আমি সত্যিই এখানে আসতাম না।

বেবী। Reception ! কে এনেছে আপনাকে এখানে ?

গীতা। তার আগে জানতে পারি কি—আপনি কে ?

বেবী। লোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয়—সেটা আগে আপনার শেখা উচিত।

গীতা। আমার শেখার চাইতে সেটা সব আগে আপনারই শেখা দরকার !

বেবী। আপনি একটি typical বাংলা দেশের মেয়ে !

গীতা। বাংলা দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথা আমি এর আগে শুনেছি, আপনি তার চাইতে নতুন কিছু শোনাতে পারবেন না।

বেবী। কোন আধুনিক মেয়ে আপনার মত—

গীতা। ভদ্র নয়, এই কথা বলুন! কিন্তু আপনি বৌদিকে ডেকে দিলে আমি বাধিত হবো।

বেবী। Rot! [প্রস্থান]

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। নাঃ, আমি আর পারিনে! এদিক দেখিতো ওদিক হয় না। কী যে করি তা ভেবেই পাচ্ছিনে। ওই যতীন ব্যাটাচ্ছেলেই আমায় ডোবালে!

গীতা। তা আপনি এ রকম ছুটোছুটি করছেন কেন? আপনাকে কি এ বাড়ীর care-taker নিযুক্ত করা হয়েছে নাকি?

বিজয়। যা বোঝনা সোঝনা তা নিয়ে কথা কইতে এসো না! মেয়ে ছেলে আছো, মেয়েছেলেই থাকো।

গীতা। আমি কি ব্যাটা ছেলে হতে চেয়েছি?

বিজয়। চেষ্টাতো করছো! না না—তোমার স্বভাব বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে গীতা, এই আমি আজকে তোমাকে বলে দিলাম!

গীতা। আপনিইতো খারাপ করেছেন!

বিজয়। এঁ্যাঃ। আমি খারাপ করেছি? যা মুখে আসে তাই যে বল দেখছি! আজ থেকে তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক—চুকিয়ে দিলাম। আর আমি তোমার বাড়ী যাবো না—গানও শেখাবো না। বেঁচে থাকলে ঢের ঢের ছাত্রী জুটবে, কিন্তু আমার সুনামতো বজায় থাকবে? বলে কিনা আমি ওর স্বভাব খারাপ করেছি! কী সর্ব্বনেশে মেয়েরে বাবা!

(প্রস্থান)

(প্রফেসর ঘোষ ও অণিমার প্রবেশ)

অতুল। মা বাপ হারা মেয়ে তোমার দোরে এসেছে আশ্রয় চাইতে। নেবে না তাকে বুকে টেনে?

অণিমা। আমি কি করবো দাদু, আমায় বলে দিন! মিঃ রায় যা বলেছিলেন তাকি কিছুই সত্যি নয়—সবই মিথ্যে?

অতুল। সব মিথ্যে নাতবৌ সব মিথ্যে! আর এই কথাটাই সেদিন আমি স্বপনের সামনে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম আমি তো আগেই বলেছিলাম যে মিথ্যে কথাকে সত্যের রং দিয়ে গুছিয়ে বলতে স্বপনের মত শিল্পী আর নেই। এখন বুঝলে নাতবৌ, কেন স্বপন স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর কাছে এমন কুৎসা রটনা করতো?

অণিমা। আজ দেখবো কোন লজ্জায় আবার সে আমার বাড়ীতে আসে?

অতুল। এসেছিল নাকি একবার?

অণিমা। হ্যাঁ।

অতুল। তাহ'লে আর সে আসবে না। ওর মত পাকা শিকারী এত বড় বিপদের মুখে পা দিতেই পারেনা"। আগে থেকেই সতর্ক হয়ে গেছে। তুমি দেখে নিও নাতবৌ, আমার কথা ঠিক কিনা!

অণিমা। কিন্তু যদি সে আসে—আমি আজ তাকে রীতিমত অপমান করবো!

অতুল। দুদিন আগে যদি তোমার এ ভুল ভাঙ্গতো নাতবৌ, তাহলে হয়ত তাকে অপমান করবার সামান্য একটু সুযোগও তুমি পেতে। কিন্তু আজ আর পাবেনা। কারণ সে সাবধান হয়ে গেছে। স্বপনের মত মানুষের জীবন, বহু বিচিত্র আর জটিল। সর্ব্বনাশ করবার নেশা রয়েছে ওদের রক্তের মধ্যে। এত সহজে, আজ যে তুমি ওর বিষাক্ত গ্রাস থেকে মুক্তি

পেলে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। কিন্তু গীতা যে অপেক্ষা করছে নাতবৌ!

অণিমা। আপনি আমায় বলে দিন দাদু, গীতাকে আমি কী ভাবে অভ্যর্থনা করবো।

অতুল। ওকে তুমি বুকে টেনে নাও। ও তোমার স্বামীর ছোট বোন! গীতা! এদিকে এস।

অণিমা। গীতা! তুমি যখন নিজেই এসেছো ভাই আমার বাড়ীতে তখন আর আমি তোমাকে ফিরে যেতে দেবো না। সেখানে তো তুমি একলা থাকো! তার চেয়ে তোমার দাদা আর বৌদির কাছেই থাক না কেন?

গীতা। সত্যি সেখানে আমার একলা একলা ভালও লাগে না বৌদি।

অণিমা। তাই কখনও লাগে? না না আর তোমার ফিরে গিয়ে কাজ নেই।

(বেবীর প্রবেশ)

বেবী। কি হ'ল? তোমাদের ঝগড়া মিটলো বৌদি?

অতুল। হ্যাঁ। এঁরা 'কলহান্তরিতা' হয়েছেন! এই সব মিলন টিলন দেখে বড় মন কেমন করছেরে বেবী! এই সঙ্গে তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারলে—খুব ভাল হ'ত!

বেবী। Rot! তোমার এই সব পুরানো পচা রসিকতা আর আমার সহ্য হচ্ছে না দাদু! শেষকালে আমি একদিন suicide করবো!

অতুল। ওরে বাবা! স্যুইসাইড খাবার ইচ্ছে হয়েছে? তাহ'লেতো সাংঘাতিক অবস্থা! হুঁ, কথাটা একদিক দিয়ে ঠিকও বটে,

এ সব প্রণয়ের গূঢ় তথ্য গোপনে বলাই ভাল। আচ্ছা, কাল সকালে উঠে প্রথমে যার মুখ দেখবো—তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেব !

বেবী। Rot ! [প্রস্থান]

(প্রদ্যোত প্রবেশ করিল)

প্রদ্যোত। এই যে গীতা, এসেছিস দেখছি !

গীতা। তোমার এত দেরী হ'ল কেন দাদা ?

প্রদ্যোত। এমনি।

অণিমা। [কাছে আসিয়া] আচ্ছা, তোমার কী রকম আক্কেল বলতো ? আজকে আমার জন্মতিথি—আর তুমি এলে কিনা একেবারে সন্ধ্যে বেলায় ? সত্যি তোমার উপর এম্নি রাগ হয় ! কাকে কাকে বলতে হবে, কী কী করতে হবে—একি আমি জানি ছাই, না তুমিই কোনদিন শিখিয়েছো আমাকে ?

প্রদ্যোত। কি বলছো তুমি ? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা !

অতুল। আর বুঝতে হবেনা—থাম। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া !

অণিমা। তারপর, আমার এত বড় একটা ননদ—একলা থাকে, তার খবর একদিনের তরেও তুমি আমায় জানাওনি !

প্রদ্যোত। গীতার কথাতো আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম অণিমা কিন্তু তুমিই শুনতে চাওনি !

অণিমা। না। কিন্তু গীতা যে তোমার বোন হয়—সে কথাও তো তুমি বলনি !

অতুল। কেবল সেইটেই চেপে গিয়েছিলে !

প্রদ্যোত। খুব খুসী হলাম। তোমার এই মধুর তিরস্কারে আজ আমার আনন্দ হচ্ছে অণিমা।

[অগ্রে বিজয় প্রবেশ করিল। পশ্চাতে একটি কাস্কেট ও চিঠি হস্তে প্রণবের প্রবেশ]

প্রণব। ওহে বিজয়! সেই ভদ্রলোকটি দরজা থেকে এই কাস্কেট আর চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে চ'লে গেলেন।

বিজয়। কোন্ ভদ্রলোকটি?

প্রণব। তাঁর নাম তো জেনে রাখিনি, যে চট্ করে বলে দেবো! তবে প্রথম যেদিন আমি প্রদ্যোতকে খুঁজতে আসি, তখন এইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। চমৎকার লোক, তিনিও তো প্রদ্যোতের বন্ধু!

বিজয়। আরে কি বিপদ! সেই তো সেই ব্যাটা কু—স্বপন!

প্রণব। এঁ্যা!

বিজয়। হ্যাঁ। নিশ্চয় স্বপন রায়।

প্রণব। ডাঃ স্বপন রায়? কী লিখেছে? জোরে পড়ত বিজয়!

বিজয়। প্রিয় বান্ধবী!

জরুরী প্রয়োজনে বাধ্য হ'য়েই আমায় হঠাৎ কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। আপনার জন্মতিথির সাফল্য কামনা করি।

আপনার
মিঃ রায়

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। অণিমা! একবার বাড়ীর ভেতরে আয়না ভাই! একি! দাদা!

প্রণব। অপর্ণা! আমি যে তোকেই খুঁজতে কলকাতায় এসেছি! তুই এখানে এলি কী করে?

অপর্ণা। অণিমা আমার বন্ধু যে! বাবা মা ভাল আছেন?

প্রণব। হ্যাঁ। সবাই ভাল আছে। তোর স্বামী কোথায়?

অপর্ণা। এই বাড়ীতেই তাঁকে দেখেছি! তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। এখানে তিনি ডাঃ স্বপন রায় নামে পরিচিত।

প্রণব। স্বপন রায়! তবে তুই যে আমায় লিখেছিলি ডাঃ মেঘবরণ রায়!

অপর্ণা। মিথ্যে কথা লিখিনি দাদা! সেই নামেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল! পরে আমি তাঁর আসল নাম জানতে পারি।

প্রণব। আর আজ সেই লোকটাই আমার হাত থেকে নির্ব্বিবাদে পালিয়ে গেল!

বিজয়। হ্যাঁ। তা' গেল বৈকি!

প্রণব। ওঃ।

অণিমা। [প্রণবের প্রতি] এ সব আপনি কি বলছেন? [অপর্ণাকে] স্বপন রায় তোর স্বামী?

অপর্ণা। হ্যাঁ।

প্রঃ ঘোষ। নাতবৌ! তোমায় যা বলেছিলুম—এখন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নাও! [অপর্ণার প্রতি] মুখখানা অমন ম্লান ক'রে দাঁড়িয়ে থেকোনা দিদি! তোমার স্বপনকে আমি খুঁজে বের করবই; আব যদি নেহাৎ আমি না পারি, বিজয়ের উপর ভার দিচ্ছি বিজয় তাকে ধরে আনবে।

বিজয়। নিশ্চয়! এখনি একবার যাব দাদু?

প্রঃ ঘোষ। না, আজ থাক্। আজ কি আর সে কলকেতায় আছে? সে নিশ্চয় 'ব্যাণ্ডেলে' গেছে। কি বল প্রদ্যোত? কিন্তু আর দেরী ক'রে লাভ নেই;—নাতবৌ তোমরা উৎসব আরম্ভ কর। বিজয়! তুমি বেশ একখানা ধারালো দেখে প্রেমের গান ধর দিকি দাদা।

বিজয়। [কাসিয়া] ইয়ে—আজকে আমার আবার গলাটা—

গীতা। হয়েছে, হয়েছে—আপনি ভায়ানক ভাল গাইতে পারেন—আশ্চর্য্য রকম ভাল গাইতে পারেন—রোমাঞ্চকর আপনার সুরের কাজ—আপনার গান শুনে মনে হয় পৃথিবীতে আর মানুষের বাঁচবার প্রয়োজন নেই। আপনি স্রষ্টা—আপনি দ্রষ্টা—আপনি—বাবারে বাবা—আর কত বলবো! কী? গাইবেন এইবার? না আরও প্রশংসা করবো?

[বিজয় কট্‌মট্‌ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া অর্গ্যানে বসিয়া চট্ করিয়া একটি হিন্দি গান ধরিয়া বসিল। যে কোন দুর্ব্বোধ্য-শব্দ-বহুল হিন্দী গান গাহিলেই চলিবে)

গীতা। [উঠিয়া আসিয়া] শুনছেন! শুনছেন! ওগো! [বিজয় গান থামাইয়া গীতার দিকে চাহিল] একটু থামুন দয়া করে! আপনার গান খুব উচ্চ শ্রেণীর হচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার এই হিন্দি গান আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া করে একখানা বাংলা গান গান।

[বিজয় রাগিয়া একখানি বাংলা গান ধরিল]

গান

তোমার কুঞ্জ কুটির দুয়ার
বন্ধ রেখোনা প্রিয়া।

বিজয়। এস না, এসই না দয়া করে একটু! গলাটা ভেঙ্গে গেছে বলেই বলছি। নইলে একাই পারতাম। এটা তো শিখিয়েছি তোমাকে!

(গীতা আসিয়া বিজয়ের সঙ্গে যোগ দিল)

গীতা। বাহিরে মুক্ত শারদ-চন্দ্র
ডাকে হাতছানি দিয়া।

বিজয়। বন্ধ রেখোনা গান—

গীতা। উচ্ছল কলতান—

বিজয়। বন্ধ রেখোনা কোমল বুকের

কুসুম কোরক হিয়া।

বিজয় ও গীতা। মাঠে মাঠে আজ জ্যোৎস্না জোয়ার

বনে বনে তার ছায়া—

মনে মনে আজ মিলন কামনা

চোখে চোখে তার মায়া।

বিজয়। নদীজলে জাগে ছন্দ—

গীতা। লহরী-লীলা-আনন্দ—

বিজয়। কূলে এস তার আজি ভুলে ভুলে

স্বপন সুষমা নিয়া।

বিজয় ও গীতা। বাহিরে মুক্ত শারদ-চন্দ্র

ডাকে হাতছানি দিয়া ॥

(আরতির প্রবেশ)

আরতি। আমার কি খুব দেরী হ'য়ে গেছে দাদু?

অতুল। না। কিন্তু আজতো তোমায় ছাড়ছিনে দিদি—আজ তোমায় নাচতে হবে।

আরতি। নাচতে হ'বে? কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম গোপনে আপনাকে নেচে দেখাবো।

অতুল। গোপনে! আচ্ছা সে আর একদিন হবে। কিন্তু আজ এই সব রসিক গৌড়জন উপস্থিত রয়েছেন, এঁদের বঞ্চিত করোনা।

আরতি। আমার কিন্তু একটু সর্ত্ত আছে দাদু।

অতুল। বল!

আরতি। আমার নাচের পর আপনাকেও নাচতে হবে।

অতুল। আমাকেও নাচতে হবে ? বেশ, নাচা, যাবে ! কিন্তু আমায় নাচাবে কে ?

আরতি। কেন আমি ?

অতুল। তা তুমি পার বটে। আচ্ছা সেই দুর্দ্দিনের তো এখনও কিছু দেরী আছে। আপাততঃ তুমিই নাচো !

আরতি। আচ্ছা !

(আরতির দুই মিনিট ব্যাপী প্রাচ্য নৃত্য)

(বেবীর প্রবেশ)

বেবী। আসুন সব ! Dinner ready.

প্রঃ ঘোষ। নাতবৌ ! বেবীর উপর বুঝি এই সব ভার দিয়েছ ?

বেবী। না। বিজয় বাবুর উপর managementএর ভার কিনা, সেই জন্যই ভয় !

[সকলে ভিতরে চলিয়া গেল। বেবী গীতাকে টানিয়া আটকাইয়া রাখিল]

বেবী। Kindly একটু দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গীতা। আমার সঙ্গে !

বেবী। হ্যাঁ। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। দাদার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা জানতাম না। কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা করবেন।

গীতা। Oh' no no, that's alright ! [উভয়ের প্রস্থান]

[একটু পরে গীতার হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়। না, না, সে কিছুতেই হবে না।

গীতা। কী মুস্কিল ! কী হবে না ! আঃ ! হাত ছাড়ুন না—লাগছে !

বিজয়। আমি পষ্ট শুনতে পেলাম, দাদা দিদিকে বলতে বলতে

চলেছেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ! ভাল হবে না বলছি, তুমি বারণ করে দিও।

গীতা। আমার ব'য়ে গেছে। আপনার দরকার থাকে আপনি বারণ করুন গে !

বিজয়। তা হ'লে তুমি বারণ করবে না ? ও ! এই ব্যাপারে তা হ'লে তোমার ষোল আনাই ইচ্ছে রয়েছে দেখছি। আচ্ছা তবে আমিই দেখছি— [প্রস্থানোদ্যত]

গীতা। শুনুন—

বিজয়। কী ?

গীতা। আচ্ছা আমাকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তিটা কী ?

বিজয়। আপত্তি অনেক। প্রথমতঃ তুমি ভয়ানক up-to-date, তাবপর তোমার temper অতি জঘন্য—একেবারে ১৩০ ডিগ্রি ! তোমাকে বিয়ে করে আমি প্রাণ হারাতে পারবনা।

গীতা। আচ্ছা আমি বলছি—আমি একেবারে সেকেলে লজ্জাবতী লতাটী হবো, আর temper একেবারে zero ডিগ্রীর নীচে নামিয়ে দোব, তাহলে হবে ত ? তাহলে করবেন ত আমায় বিয়ে ? কী এত ভাবছেন ?

বিজয়। ভাবছি একটা পরামর্শের লোক পাওয়া যায় কোথায় !

গীতা। পরামর্শ ?

বিজয়। নিশ্চয়, এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে পরামর্শ না করলে চলে ?

গীতা। আমার হাতে কিন্তু একজন পরামর্শের লোক আছে।

বিজয়। নাম করো ত !

গীতা। কুমারী গীতা রায়।

বিজয়। ওরে ফাদার! তুমি ত মত দিয়েই আছো! না, সে হবেনা।

গীতা। বেশ, খুঁজুন তবে অন্য লোক! কিন্তু একটা খবর শোনেননি বোধ হয়?

বিজয়। কী?

গীতা। দাদা আমার গান শেখার জন্য একজন নতুন গানের মাষ্টার ঠিক করেছেন।

বিজয়। নতুন গানের মাষ্টার! ...কেন?

গীতা। কারণ আপনি গানের কিছু জানেন না!

বিজয়। জানি না!

গীতা। না।

বিজয়। হুঁ! রাখাবো'খন নতুন গানের মাষ্টার!

গীতা। বা রে! আপনি আমার গার্জ্জেন নাকি?

বিজয়। নিশ্চয়। বিয়ে করব আমি আর গান শেখাবে এসে অন্য লোক?

গীতা। আপনিত বিয়ে করবেন না বললেন!

বিজয়। না করবে না! তাহলে নতুন গানের মাষ্টার রাখার বেশ সুবিধে হয়, না?

(নেপথ্যে অণিমা ও প্রদ্যোতকে দেখিয়া)

গীতা। দাদাবৌদি আসছেন।

বিজয়। তাহলে পালাই চল!

গীতা। পালাবো কেন?

বিজয়। আমরা যদি না পালাই তাহলে বোধ হয় ওঁরাই পালাবেন।

(প্রস্থান)

(প্রদ্যোতের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে টানিতে অণিমার প্রবেশ)

প্রদ্যোত। আরে, ছাড়! ছাড়! গেলাম যে!

অণিমা। না।

প্রদ্যোত। পালালো কারা? বিজয় গীতা বুঝি?

অণিমা। হুঁ!

প্রদ্যোত। তুমি যে আমায় টেনে আনলে, ওরা কী ভাবলে বলোত?

অণিমা। ওরা আমাদের সম্বন্ধে আবার কিছু ভাবুক, এই আমি চেয়েছিলাম।

প্রদ্যোত। কী বলবে বল?

অণিমা। আমার পাপের ক্ষমা নেই। আজ এই নিরালায়—সকলের একান্তে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করো—নইলে আমার মনের জ্বালা কিছুতেই মিটবে না।

প্রদ্যোত। তুমি পাগল হয়ে গেলে অনু? এত সব রসিক-সুজন রয়েছেন আমাদের সামনে, আর এই স্থানটিকে তুমি বলতে চাও নিরালা? চলো-চলো ভেতরে চলো!

(অণিমা গলায় আঁচল দিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। সুমধুর একটি পরিবেশ। পূর্ণচন্দ্রের জোৎস্না আসিয়া জানালা পথে পড়িয়াছে। ভিতর হইতে বিজয় ও গীতার সমবেত কণ্ঠের গান ভাসিয়া আসিতেছে—

মাঠে মাঠে আজ জ্যোৎস্না জোয়ার
বনে বনে তার ছায়া
মনে মনে আজ মিলন কামনা—
চোখে চোখে তার মায়া॥

(গানের মাঝখানে ধীরে ধীরে নাটকের সর্ব্বশেষ যবনিকা নামিয়া আসিল)

—চরিত্র পরিচায়িকা—

প্রফেসর অতুল ঘোষ ... ... প্রদ্যোতের দাদুর বন্ধু।
প্রদ্যোত বোস ... ধনী যুবক (উকীল)
ডাক্তার স্বপন রায় ... ... প্রদ্যোতের বন্ধু, বিলাত ফেরৎ ডাক্তার
প্রণব গুপ্ত ... ... প্রদ্যোতের বন্ধু
বিজয় সেন .. ... প্রদ্যোতের বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু
যতীন ... ... চাকর
অণিমা বোস ... প্রদ্যোতের স্ত্রী
কুমারী গীতা রায় ... .. জনৈক প্রফেসর দুহিতা
অপর্ণা রায় ... ... স্বপনের স্ত্রী
কুমারী বেবী ঘোষ ... ... অতুলবাবুর নাতনী
কুমারী আরতি সরকার ... পাড়ার মেয়ে

যাঁরা যে ভাবে এই নাটকে সংশ্লিষ্ট

প্রযোজনা
শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

ব্যবস্থাপনা
শ্রীবিদ্যাধর মল্লিক

পরিচালনা
শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

সুর-সংযোজনা
শ্রীতুলসী লাহিড়ী

নৃত্য-পরিচালনা
শ্রীললিত গোস্বামী

মঞ্চাধ্যক্ষতা
শ্রীপূর্ণ দে (এমেচার)